বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২২ অর্থবছর

রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)

৪৯ গৃদ্দানারায়ণপুর, শেরপুর টাউন, শেরপুর-২১০০।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২২ অর্থবছর

সেবা, উন্নয়ন ও আস্থায় অবিচল

রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)

৪৯ গৃদ্দানারায়ণপুর, শেরপুর টাউন, শেরপুর-২১০০।

রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ অর্থবছর

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর ২০২২

সার্বিক সহযোগিতা

মোঃ নূরু উদ্দিন
নির্বাহী পরিচালক
রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)

প্রতিবেদন প্রকাশনা উপ-কমিটি

১. **মলয় মোহন বল**, সাধারণ পর্ষদ সদস্য, রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস) - আহ্বায়ক
২. **পার্থ সারথী কর**, কার্যনির্বাহী সদস্য, রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস) - সদস্য
৩. **রতন কুমার সাহা**, সহকারী পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), আরডিএস - সদস্য
৪. **শামীম আজাদ**, সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম), আরডিএস - সদস্য
৫. **পল্লব কর্মকার**, সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), আরডিএস - সদস্য
৬. **গৌতম চক্রবর্ত্তী**, সহকারী পরিচালক (নিরীক্ষা), আরডিএস - সদস্য

অলংকরণ ও সম্পাদনা

পার্থ সারথী কর
কার্যনির্বাহী সদস্য
রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)

প্রচ্ছদ ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স

মলয় মোহন বল

মুদ্রণ

অটোবী প্রকাশনা
রঘুনাথ বাজার, শেরপুর।
মুঠোফোন # ০১৯১২-২৫৩৫৭৩
ই-মেইল # autobipress@gmail.com

বার্ষিক প্রতিবেদন

শ্রদ্ধাঞ্জলি

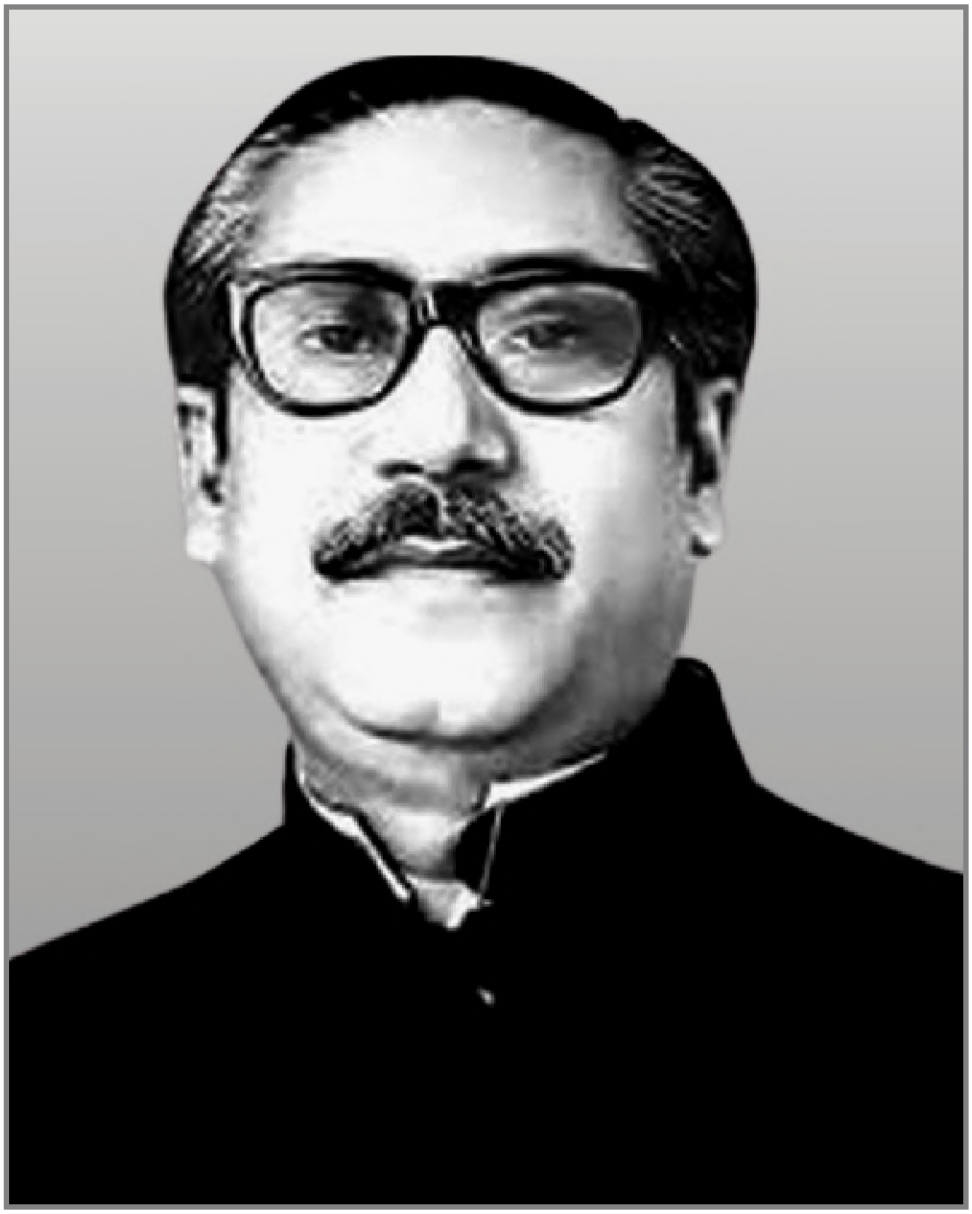

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বার্ষিক প্রতিবেদন

আমরা শোকাহত

মরহুম মোঃ ফারুক
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

মরহুম মোফাজ্জল হোসেন
প্রতিষ্ঠাতা
ও সাবেক নির্বাহী পরিচালক

আমরা শোকাহত

মরহুম ডা. আসকার আলী
সাবেক সভাপতি

মরহুম মুহসিন আলী
সাবেক সভাপতি

মরহুম ইয়াছিন হিরু
সাবেক কার্যনির্বাহী সদস্য

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
০৭	বাণী : সভাপতি
০৮	মুখবন্ধ : নির্বাহী পরিচালক
০৯	সংগঠন পরিচিতি
১০	আইনগত স্বত্বা
১০	সদস্যপদ
১১	ভিশন, মিশন ও লক্ষ্য
১১	উদ্দেশ্যসমূহ
১৩	সাংগঠনিক কাঠামো
১৪	সাধারণ পর্ষদ
১৫	কার্যনির্বাহী পর্ষদ
১৬	অর্গানোগ্রাম
১৭	সংস্থার বিভিন্ন তথ্যাদি
১৯	সঞ্চয় কর্মসূচি
২০	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি- বুনিয়াদ
২১	জাগরণ ঋণ
২১	অগ্রসর ঋণ
২২	সুফলন ঋণ
২৩	গৃহায়ন ঋণ
২৪	এমডিপি ঋণ
২৫	এমডিপি-এএফ ঋণ
২৬	Livelyhood Restoration Loan (LRL)
২৭	BD Rural Wash Project Loan
২৮	সমৃদ্ধি কর্মসূচি
২৯-৩৩	সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ
৩৩	সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম
৩৪	ঋণ সহায়তা কার্যক্রম
৩৫	সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম
৩৬	সমৃদ্ধি কর্মসূচির শতভাগ স্যানিটেশন ও হাতধোয়া কার্যক্রম
৩৭	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম
৩৮	সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সমৃদ্ধ বাড়ী তৈরি
৩৯	ভার্মি কম্পোস্ট/ কেঁচো সার উৎপাদন
৪০	সমৃদ্ধি কর্মসূচির ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও কার্যক্রম

পৃষ্ঠা	বিষয়
৪২	সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়নে যুব কমিটি গঠন ও মিটিং
৪২	সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় অবকাঠমোগত উন্নয়ন
৪৪	সমৃদ্ধিসৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রম
৪৫	বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম
৪৬	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম
৫১	সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিশেষ আয়োজন/অনুষ্ঠান
৫৩	সৌর বিদ্যুৎ কর্মসূচি
৫৪	শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি
৫৪	ভিজিডি প্রকল্প
৫৫	ক্ষমতায়ন প্রকল্প
৫৬	মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা
৫৭	প্রশিক্ষণ
৫৮	কেস স্টাডি : ইয়াসমিনের মুখে হাসি
৬০	কেস স্টাডি : গোলাপীর দীর্ঘদিনের আশা পূরণ করলো বিডিওয়াসের ল্যাট্রিন
৬২	কেস স্টাডি : ভিক্ষুক ফুল মামুদ এখন আর ভিক্ষা করে না
৬৩	অডিট রিপোর্ট ২০২১-২২
৬৭	আরডিএস ফটো গ্যালারি

তরুণ চক্রবর্ত্তী
সভাপতি
রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা
(আরডিএস)

ï ‡ f ”Qv&evYx

আরডিএস একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ায় আমি এবং আমার পর্ষদ অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। হাটি হাটি পা-পা করে সংস্থাটি বর্তমানে ৩০ বছর এ পদার্পণ করেছে। ২৯ বছরের এই দীর্ঘ যাত্রায় সংস্থাটি যাঁদের হারিয়েছে তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

বিগত ২৯ বছরের ইতিহাস অনেক দুঃখের, অনেক কষ্টের, যার বর্ণনা দেয়ার ভাষা নেই। আরডিএস থেমে থাকেনি, তার নিজস্ব গতিতে সে চলমান রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দরিদ্র ও দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এছাড়া বিদ্যমান কর্মসূচীসমূহের টেকসই সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে উপকারভোগীদের স্বার্থ সুরক্ষার পাশাপাশি দারিদ্র নিরসন, কর্মসংস্থার সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করে সংস্থাটি গভীরভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানে সংস্থাটি দেশের বিভিন্ন জেলায় ভৌগলিক পদচিহ্ন প্রসারিত করেছে।

আরডিএস স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন, কৃষি, অধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে এবং সামাজিক মূল ধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে দক্ষতার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছে। সংস্থাটি পারিবারিকভাবে ও সামাজিকভাবে উপেক্ষিত অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করছে।

আরডিএস ও দাতা সংস্থার যৌথ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত কর্মী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করছে এবং প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদেরকে বিকশিত করেছে।

সংস্থাকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সেবার সুযোগ দানের লক্ষ্যে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ কামনা করছি।

(তরুণ চক্রবর্ত্তী)

মোঃ নূরু উদ্দিন

নির্বাহী পরিচালক

রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা

(আরডিএস)

g ȴ e Ü

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আরডিএস বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের রূপকল্প নিয়ে ১৯৯৩ সাল থেকে দারদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে থেকে আরডিএস তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে ২৯ বছরের এই দীর্ঘ যাত্রায় সংস্থাটি তার কর্ম এলাকায় টেকসই উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো ও নিরাময়ের মাধ্যমে মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে।

আরডিএস তার কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) কে প্রাধান্য দিয়েছে। উক্ত লক্ষ্যসমূহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপকারভোগীদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও তাদের অধিকার এবং ক্ষমতায়নের বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, নারী অধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়নের মূল ধারায় সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আরডিএস অঙ্গীকারবদ্ধ।

কোভিড-১৯ এর ফলে বৈশ্বিক দুর্যোগ ও অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় অত্র সংস্থাটি সরকার ও পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ পরিকল্পিত বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্রের কড়াল গ্রাস থেকে বেরিয়ে যে কোন ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে আরো আস্থাশীল হয়েছে।

ভবিষ্যতের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে আরডিএস এর সকল স্তরের কর্মী-কর্মকর্তা, দাতা, সংস্থার পরামর্শক, আর্থিক সহযোগী সংস্থা, সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।

প্রতিবেদনটি প্রস্তুতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ নূরু উদ্দিন)

সংগঠন পরিচিতি

আরডিএস প্রায় ৩০ বছর ধরে দারিদ্র ও চরম দারিদ্রতার মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। ১৯৯৩ সালের ১ অক্টোবর আরডিএস তার নিজস্ব সম্পদ নিয়ে শেরপুর সদর উপজেলার চরশেরপুর ইউনিয়নের পূর্ব টাংগারপাড়া গ্রামে ২০ জন দরিদ্র মহিলাদের নিয়ে ছোট দল গঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করে। কাজের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা। সেই লক্ষ্য নিয়ে আজ প্রায় ৭৭,০০০ পরিবারের সাথে কাজ করে গভীরভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

বর্তমানে সংস্থাটি ১২টি জেলা জুড়ে তার ভৌগলিক পদচিহ্ন প্রসারিত করেছে। প্রায় ২৯ বছরের এই দীর্ঘ যাত্রায় সংস্থাটি টেকসই সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এর মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা, মৌলিক চাহিদা পূরণ, তাদের অধিকার এবং ক্ষমতায়নের বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

এছাড়া তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে এবং সামাজিক মূল ধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করার দক্ষতা তৈরীতে আরডিএস অঙ্গীকারবদ্ধ।

আরডিএস পারিবারিকভাবে ও সামাজিকভাবে উপেক্ষিত নারী-পুরুষ, শিশু, প্রতিবন্ধী ও অবহেলিত প্রবীনদের জন্য কাজ করছে।

আরডিএস স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সু-শাসনের উপর ভিত্তি করে একটি আদর্শ এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেটওয়ার্কিং, অ্যাডভোকেসী সহ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে (এসডিজি) বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে কার্যকরী ভাবে জড়িত।

আরডিএস তার নিজস্ব নীতি আদর্শ মূল্যবোধ এবং জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

আইনগত স্বত্বা

০১ • সমাজ সেবা অধিদপ্তর

০২ • মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

০৩ • এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

সদস্যপদ

০১ • ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ (এফএনবি)

০২ • এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ (এডাব)

০৩ • ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)

০৪ • জেলা সমাজসেবা কমিটি, শেরপুর

০৫ • জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, শেরপুর

ভিশন

আরডিএস ক্ষুধা ও নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত একটি সমাজকে কল্পনা করে যেখানে প্রত্যেকে মর্যাদা এবং ন্যায়বিচার সমভাবে উপভোগ করবে।

মিশন

স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অগ্রাধিকার ও চাহিদা ভিত্তিক কার্যক্রম চালু করা।

লক্ষ্য

দরিদ্র, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর চাহিদা, দক্ষতা আর্থ সমাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন, কলা কৌশল নির্ধারণ, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী, পুরুষ , শিশু নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর মানুষের সুষম ও সার্বিক উন্নয়ন সংস্থার মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য সমূহ

ক. সংগঠনটি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী মানবকল্যাণমূখী প্রতিষ্ঠান।

খ. আর্থ-সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে গ্রাম/মহল্লা ভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি গঠন করা।

গ. বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের প্রায় অর্ধেক নারী যারা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং চাকুরী ও পরিসেবা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে খুবই পশ্চাৎপদ এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠী। প্রশাসনিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ সংস্থার একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

ঘ. স্থানীয় সম্পদ ও প্রযুক্তি চিহ্নিতকরণ এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।

ঙ. প্রশিক্ষণ এবং উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও সচেতন করে তোলা।

চ. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচিকে সহায়তা প্রদান করা (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রম)।

ছ. মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ মাতৃত্ব, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানীয় জল, রোগ প্রতিরোধ এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলা ও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য তথা জনসম্পদের মান উন্নয়ন করা।

জ. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সংস্থা গণসচেতনতা সৃষ্টি, বৃক্ষরোপণ ও সামাজিক বনায়ন, পরিবেশ বান্ধব চুলার ব্যবহার, নবায়নযোগ্য শক্তির (সৌর শক্তি ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট) ব্যবহার ও সম্প্রসারণ, পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পরামর্শ সহযোগিতাসহ যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

ঝ. লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীকে আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্ভাব্য আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান।

ঞ. সর্বোচ্চ মানবাধিকার এবং মানবিক মূল্যবোধের বাস্তবায়ন, শিশুর স্বাভাবিক শৈশব নিশ্চিতকরণ এবং শিশুশ্রম নিরসনে সম্ভাব্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

ট. সম্প্রসারিত কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং কৃষিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান।

ঠ. জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ সম্প্রসারণ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন।

ড. সমাজে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনকল্পে সমমনা ও সহযোগী সংগঠনগুলোর সাথে একযোগে কাজ করে যাওয়া।

ঢ. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

ণ. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদা সাথে পালন করা।

ত. দরিদ্র, হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সচেতন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে সংগঠিত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ঋণ সহায়তা প্রদান ও তাদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে আয় বৃদ্ধি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

থ. দুর্যোগ মোকাবেলায় সচেতনতা বৃদ্ধি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান।

দ. প্রতিবন্ধীদের কারিগরী সহায়তা প্রদান ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ধ. বয়স্ক নারী ও পুরুষদের পুনর্বাসনে সহযোগিতা করা।

ন. সামাজিকভাবে অপসংস্কৃতি রোধকল্পে যুব সমাজকে সংগঠিত করা।

সাংগঠনিক কাঠামো

আরডিএস এর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে তিনটি সাংগঠনিক স্তর রয়েছে।

০১. সাধারণ পর্ষদ ঃ

আরডিএস এর সাধারণ পর্ষদ ২১ জন (৮ জন মহিলা, ১৩ জন পুরুষ) সদস্য নিয়ে গঠিত। যারা সকলে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। বছরে ২টি সাধারণ পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্য নির্বাহী পর্ষদ গঠন, বার্ষিক বাজেট, আয়-ব্যয়, কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমুহ সমাধানে কার্যকর সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ ভূমিকা পালন করে।

সাধারণ পর্ষদ

তরুণ চক্রবর্তী
সভাপতি

মোঃ নূরু উদ্দিন
সাধারণ সম্পাদক

আলহাজ্ব এড্ঃ এ.এইচ.এম. নূরে আলম হীরা
সহ-সভাপতি

মোঃ শাহাদাৎ হোসেন (বকুল)
কোষাধ্যক্ষ

এড্ঃ রৌশনারা বেগম
কার্যনির্বাহী সদস্য

কৃষিবিদ পার্থ সারথী কর
কার্যনির্বাহী সদস্য

মোহসিনা আক্তার
কার্যনির্বাহী সদস্য

জয়শ্রী দাস
সাধারণ সদস্য

আলহাজ্ব মোঃ আবু জাফর
সাধারণ সদস্য

লুৎফুন্নাহার
সাধারণ সদস্য

আলহাজ্ব এড্ঃ এ.কে.এম. মোসাদ্দেক ফেরদৌসী
সাধারণ সদস্য

মলয় মোহন বল
সাধারণ সদস্য

নিরু শামসুন নাহার
সাধারণ সদস্য

মোঃ ইমান আলী
সাধারণ সদস্য

মোঃ আঃ খালেক
সাধারণ সদস্য

এড্ঃ আশরাফুন্নাহার
সাধারণ সদস্য

মোছাঃ ইয়াছমিন বেগম (মীরা)
সাধারণ সদস্য

রুনা লায়লা
সাধারণ সদস্য

এস.এম. শোয়েব হোসেন
সাধারণ সদস্য

মোঃ আমিনুল ইসলাম
সাধারণ সদস্য

মোঃ হুমায়ুন কবির
সাধারণ সদস্য

০২. কার্যনির্বাহী পর্ষদ ঃ

সাধারণ পর্ষদ সদস্যদের দ্বারা ৩ বছর মেয়াদে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পর্ষদ নির্বাচিত হয়। এই পর্ষদ সংস্থা সঠিকভাবে কার্য পরিচালনার জন্য নীতিনির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই পর্ষদের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব রয়েছে। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক পদাধিকারবলে কার্যনির্বাহী পর্ষদ এর সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

কার্যনির্বাহী পর্ষদ

তরুণ চক্রবর্ত্তী
সভাপতি

আলহাজ্ব এড্ঃ এ.এইচ.এম. নূরে আলম হীরা
সহ-সভাপতি

মোঃ নূরু উদ্দিন
সদস্য সচিব

মোঃ শাহাদাৎ হোসেন (বকুল)
কোষাধ্যক্ষ

কৃষিবিদ পার্থ সারথী কর
কার্যনির্বাহী সদস্য

এড্ঃ রৌশনারা বেগম
কার্যনির্বাহী সদস্য

মোহসিনা আক্তার
কার্যনির্বাহী সদস্য

Rural Development Sangstha (RDS)
Organogram

Approved by 60th AGM, Date- 13.01.2022

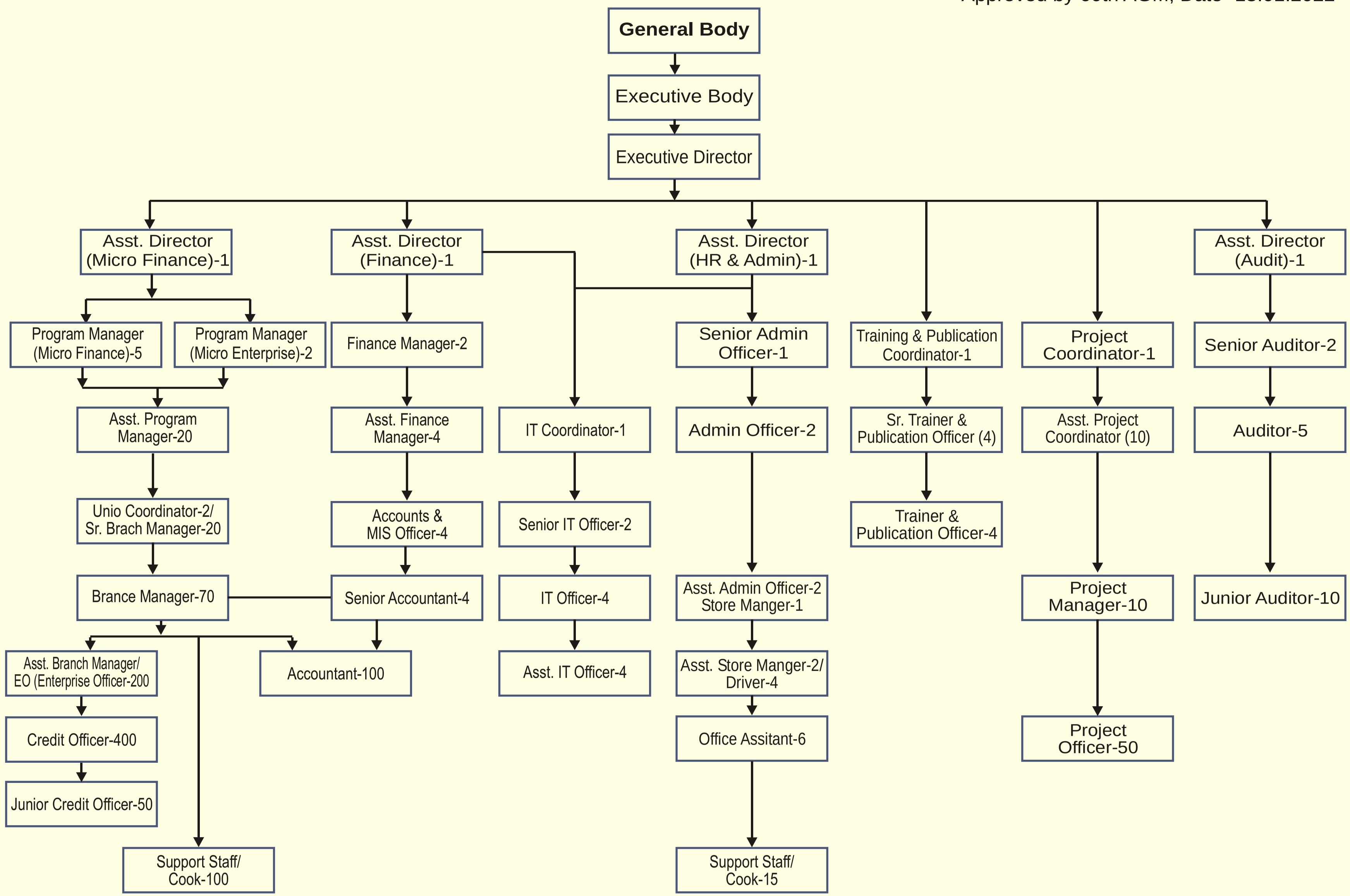

সংস্থার বিভিন্ন তথ্য

কর্ম এলাকার সম্প্রসারণ চিত্র ঃ

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
জেলা	১১	১২	১২	১২	১২
উপজেলা	২৬	২৮	৩০	৩০	৩৩
ইউনিয়ন	১৬১	১৯২	২০৫	২০৫	২৩১
গ্রাম	১,৬১৮	১,৬৮২	১,৭০৫	১,৭০৫	১,৭৮৯
উপকারভোগী	৭৬,০৬৫	১,০১,২৫১	১,২৭,৮০৫	১,২৫,২৪৫	১,৩৫,৯৩৫

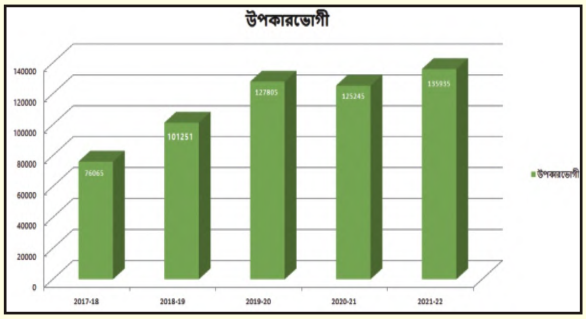

কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ঃ

বর্তমানে এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৩৩৪ জন।

বিবরণ	নারী	পুরুষ	মোট
স্থায়ী কর্মী	৮৪	১৭০	২৫৪
প্রকল্পভূক্ত কর্মী	৫২	১০	৬২
মোট	১৩৬	১৮০	৩১৬

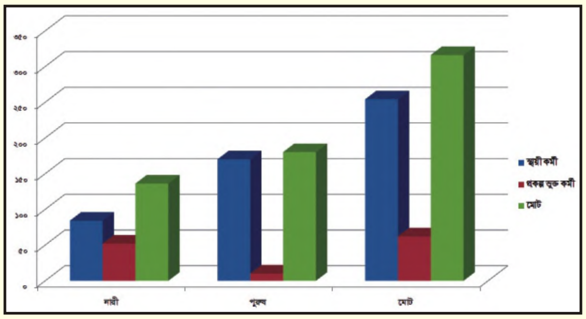

প্রধান কর্মক্ষেত্রসমূহ ঃ

- দারিদ্র বিমোচন
- স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন
- কৃষক ও কৃষি উন্নয়ন
- নারীর ক্ষমতায়ন
- যুবদের প্রশিক্ষন ও কর্মসংস্থান
- প্রতিবন্ধী ও প্রবীন সহায়তা
- শিশু অধিকার ও শিক্ষা
- গৃহহীনদের জন্য বাসস্থান
- নবায়নযোগ্য শক্তির সম্প্রসারণ
- জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা
- নেট ওয়ার্ক, সুশাসন ও এডভোকেসী

আরডিএস এর বর্তমান উপকারভোগী

মহিলা- ৯২,৯৯৫ জন

পুরুষ- ৪২,০৩৬ জন

শিশু- ৯০৪ জন

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- ১,৩৫,৯৩৫ জন

সংস্থার উপকারভোগী

- গ্রাম, শহর ও বস্তি এলাকার সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী
- দরিদ্র পরিবারের শিশু, যুব, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী
- ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

সাধারণ প্রশাসন ঃ

নির্বাহী পরিচালক হলেন সংস্থার প্রশাসনিক প্রধান। তিনি সংস্থার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পেশাদার কর্মীদের সহায়তা প্রদানে প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তিনি নিম্নলিখিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে সংস্থার সকল কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকেন।

বিভাগসমূহ ঃ

১। প্রোগ্রাম ঃ
- ক্ষুদ্র ঋণ বিভাগ
- সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ

২। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (HRM) ও প্রশাসন বিভাগ

৩। প্রশিক্ষন বিভাগ

৪। অর্থ ও হিসাব বিভাগ (Finance & Accounts)

৫। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ

৬। তথ্য প্রযুক্তি (IT) বিভাগ

৭। যোগাযোগ, প্রকাশনা ও গবেষণা বিভাগ

সংস্থার কর্ম এলাকা ঃ

রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস) ১৯৯৩ সালে শেরপুর জেলা থেকে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে সংস্থাটি ১২টি জেলার ২৩১ টি ইউনিয়নের ১৭৮৯ টি গ্রামে ৭৬,৪১৯ টি পরিবারের ১,৩৫,৯৩৫ জন উপকারভোগীর মাঝে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে আসছে।

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	উপকারভোগীর সংখ্যা
১	শেরপুর	০৫	৪৪	২৬৮	৭৪,৪৯৩
২	জামালপুর	০৪	৩৪	৪১৩	১৩,৯০৬
৩	ময়মনসিংহ	১০	৭৩	২৯২	২৫,১১৭
৪	টাংগাইল	০৩	৬	৭১	২,৩৮৬
৫	গাজীপুর	০১	৫	২৮	২,৮৯৫
৬	দিনাজপুর	০২	১৮	২১২	৪,৫৮৭
৭	খুলনা	০২	১২	১০৩	৩,৩৭১
৮	ফেনী	০১	৬	৭১	১,৪৮০
৯	সাতক্ষিরা	০১	৭	২৬	৫৭৫
১০	পাবনা	০১	৬	৮৭	২,৬০০
১১	জয়পুরহাট	০২	১৫	১১৬	২,৯৭৫
১২	কুড়িগ্রাম	০১	৫	১০২	১,৫৫০
	মোট	৩৩	২৩১	১,৭৮৯	১,৩৫,৯৩৫

আরডিএস এর চলমান কর্মসূচিসমূহ ঃ

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে টেকসই ভাবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে আরডিএস এর লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন এর লক্ষ্য ও মৌলিক চাহিদা পুরণে কাজ করে যাচ্ছে। জীবন চক্রের প্রতিটি ধাপে মানুষের সার্বিক বিকাশে আরডিএস মানব কেন্দ্রিক কার্যক্রম সমূহ পরিচালনা করছে। এছাড়াও আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানব মর্যাদার দর্শনকে সামনে রেখে আরডিএস এর চলমান কর্মকান্ডসমূহ এগিয়ে চলছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। যাহা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সঞ্চয় কর্মসূচি

সঞ্চয়ই ভবিষ্যৎ- এই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে আরডিএস ১৯৯৩ সাল থেকে সঞ্চয় কার্যক্রম শুরু করে। মানুষের দুর্দিনের জন্য বা ভবিষ্যতের জন্য যা জমা রাখে তাই হলো সঞ্চয়। ভবিষ্যতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে এবং আপদকালীন সময়ে তা ব্যবহার করার জন্য মানুষ সঞ্চয় করে থাকে। জুন/২০২২ পর্যন্ত আরডিএস এ ৪৫,০০২ জন সদস্যের স্বেচ্ছা সঞ্চয় ২,৯৭,৫০,৮১৮/- টাকা, মোট বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ২৬,৫৩,৩৭,৮৭৩/- টাকা, মেয়াদী সঞ্চয় ৬,০৩,৬৬,৬৭৮/- টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৩৫,৯৮,৭৫,১১৫/- টাকা সঞ্চয় জমা আছে।

বিগত ৫ বছরের সঞ্চয়ের প্রবাহ চিত্র ঃ

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২১-২২	২০২০-২১
সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১,৩৩৬.৭৩	১,৫৯৮.৮১	১,৮৬২.১৯	১,৯০৮.০২	৩,৫৬৯.৯৭
সঞ্চয় ফেরত(লক্ষ টাকা)	১,২৭৩.৭০	১,০৭৭.৮৫	১,৩৯৫.১২	১,৮৭৯.৩৬	২,৫৬৬.৫৪
সঞ্চয় স্থিতি (লক্ষ টাকা)	১,৫৭৮.৬৩	২,০৯৯.৬০	২,৫৬৬.৬৭	২,৫৯৫.৩৩	৩,৫৯৮.৭৫
সঞ্চয়ী সদস্য সংখ্যা (জন)	২৬,৯০৫	৩২,৯২০	৩৭,৯১৯	৩৬,৭৩৮	৪৫,০০২
মাথাপিছু সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	৫,৮৬৭.০০	৬,৩৭৮.০০	৬,৭৬৮.০০	৭,০৬৪.০০	৭,৯৯৭.০০

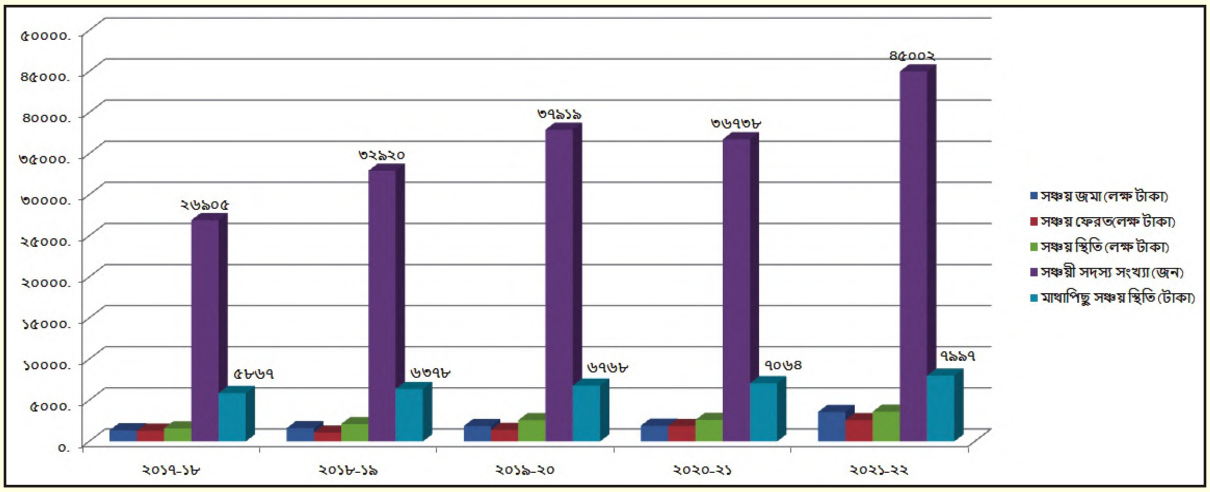

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

আরডিএস দেশের শহর, বস্তি ও গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র, অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ মানুষের পাশে দাড়িয়ে তাদের মৌলিক চাহিদা পুরন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, বেকারত্ব দূরীকরণে এই কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে আরডিএস পিকেএসএফ ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ৫টি জেলার ও ১৮টি উপজেলায় ৩০টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ঋণের খাতভিত্তিক উপকোরভোগী ও ঋণের পরিমাণ ঃ

ঋণ এর নাম	উপকারভোগী	ঋণের পরিমাণ
বুনিয়াদ	বস্তিবাসী, ভিক্ষুক, দিনমজুর, মৌসুমী শ্রমিক, জেলে, কামার, কুমার, রিক্সা, ভ্যান ও নৌকা চালক ইত্যাদি।	১০,০০০/- থেকে ৩০,০০০/-
জাগরণ	গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন, চরাঞ্চলবাসী, আদিবাসী	১০,০০০/- থেকে ৭০,০০০/-
অগ্রসর	গ্রামীণ ও শহুরে উদ্যোক্তা	৭০,০০১ থেকে -১০,০০,০০০/-
সুফলন	প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র চাষী, কৃষিজাত পণ্য ব্যবসায়ী	১০,০০০/- থেকে ৩০,০০০/-
গৃহায়ন	গৃহহীন বা জীর্ণগৃহে বসবাসকারী গ্রামীন ও শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠী	১,৩০,০০০/-
এমডিপি	মাছ চাষ, গবাদি পশু পালন ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে গ্রামীণ ও শহুরে উদ্যোক্তা	৭০,০০১/- থেকে ১০,০০,০০০/-
এমডিপি-এএফ	করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষি, মাছচাষ, পশুপালন, পোল্ট্রি ও সেবা খাতের উদ্যোক্তা	৭০,০০১/- থেকে ১০,০০,০০০/-
এলআরএল	করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ সকল সদস্য	১০,০০১/- থেকে ১,০০,০০০/-
আয়বর্ধক	নালিতাবাড়ী ইউনিয়নের বাছাইকৃত ৬,৬০০টি পরিবার	১০,০০০/- থেকে ১০,০০,০০০/-
বিডি রুরাল ওয়াশ	শেরপুর, জামালপুর ও ময়মনসিংহ জেলার গ্রামাঞ্চলে আরডিএস উপকারভোগী সকল সদস্য	২০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/-

বুনিয়াদ

বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত সামাজিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় গতানুগতিক ঋণ কার্যক্রম থেকে সরে এসে তাদের জন্য সহনীয় ও প্রয়োজনীয় ঋণ কার্যক্রম অন্যান্য সহযোগিতা পরিচালনা চলমান রয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	১০১২ জন
ঋণী সংখ্যা	৭৯৫ জন
বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	১,৫৮,৪২,০০০/- টাকা
সঞ্চয় স্থিতি	৪৩,৩৩,২৫৮/- টাকা
ঋণ স্থিতি	৮৭,৪৬,৫২৭/- টাকা

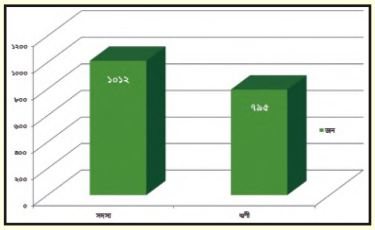

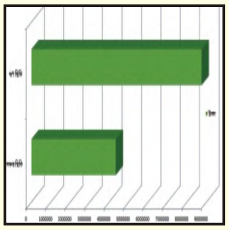

জাগরণ

জাগরণ ঋণ ব্যবহার করে মুদি দোকান চালাচ্ছেন একজন নারী

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলে জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ১৯৯০ সাল থেকে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারভিত্তিক আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ নামে কর্মসূচি চালু করে। পরবর্তী ১৯৯৯ সালে গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র পরিবারদের জন্য তা পরিবর্তিত হয়ে জাগরণ নামে কর্মসূচি চালু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আরডিএস বাংলাদেশের ৫টি জেলার ১৮টি উপজেলায় ৯৬টি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় ৬২৪টি গ্রামে জাগরণ ঋণ কর্মসূচি সম্প্রসারিত করে। বর্তমানে ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে ২,৭১৭টি সমিতি চলমান আছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে জাগরণ ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	৩১,৩৪৬ জন
ঋণী সংখ্যা	২১,৫৩২ জন
বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	৭৭,৩৯,৭২,০০০/- টাকা
সঞ্চয় স্থিতি	১৮,১১,০০,১৬১/- টাকা
ঋণ স্থিতি	৪৪,০৮,৪২,২৩৯/- টাকা

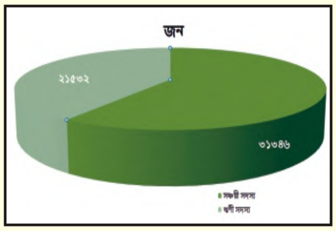

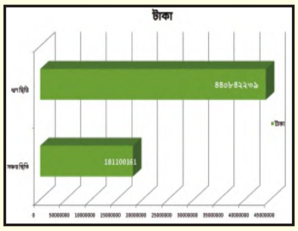

অগ্রসর

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এমএফআই সমূহ তাদের পরিচালিত কর্ম এলাকায় অতি দরিদ্র এবং দরিদ্র পরিবারকে সংগঠিত করে বিভিন্ন প্রকার সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এর মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি ও উদ্যোক্তা তৈরীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। দেশের ব্যাংকিং খাতে সবার জন্য প্রবেশাধিকার সহজ না হওয়ায় এবং অনেক শর্ত সাপেক্ষ বিধায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমুহের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, খামারী, মাঝারি ব্যবসায়ীদের প্রকল্প/উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে মুলধন সংগ্রহ করা বেশ কষ্টসাধ্য। পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় আরডিএস ২০১১ সাল থেকে অগ্রসর ঋণ চালু করে। যাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা, মাছ চাষ, গাভী পালন, ধানের ব্যবসা ইত্যাদি রয়েছে এমন সদস্যদেরকে আরডিএস অগ্রসর ঋণ দিয়ে থাকে। অগ্রসর নিয়ে অনেক সদস্য

অগ্রসর ঋণ ব্যবহার করে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার গরুর খামার

আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে এবং দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। আরডিএস এর অগ্রসর ঋণের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে অগ্রসর ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	১০,৯৫৪ জন
ঋণী সংখ্যা	৯,৮৭৮ জন
বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	৮৫,৮৫,৫৪,০০০/- টাকা
সঞ্চয় স্থিতি	১৫,১৩,০৪,১৫০/- টাকা
ঋণ স্থিতি	৫৩,১৯,৩২,৬২৮/- টাকা

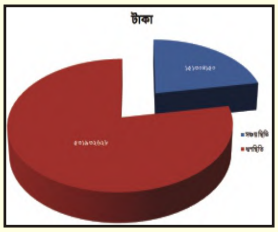

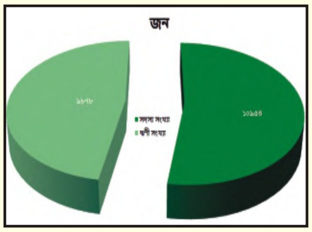

সুফলন

সুফলন ঋণের টাকায় গড়ে ওঠা আনারস বাগান

প্রান্তিক চাষীদের মাঝে স্বল্প সুদে সুফলন ঋণ প্রদান করা হয়। কৃষি খাত ও পশুপালন খাতে এককালীন আদায়যোগ্য এই ঋণ প্রদান করা হয়।

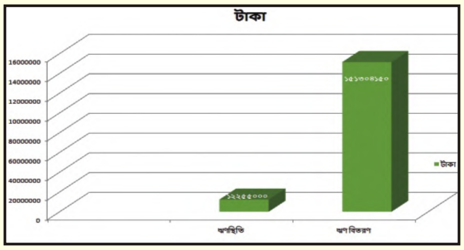

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে সুফলন ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

ঋণী সংখ্যা	১,০৩২ জন
বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	১,২২,৫৫,০০০/- টাকা
ঋণ স্থিতি	২,৫৮,৯০,০০০/- টাকা

গৃহায়ন

গৃহায়ন তহবিলের ঋণের অর্থে নির্মিত বসত বাড়ী

সবার জন্য গৃহ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে আরডিএস বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ন তহবিল অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে ২০১২ সাল থেকে গৃহায়ন ঋণ কর্মসূচি চালু করেন। গৃহহীন বা জীর্ণ গৃহে বসবাসকারী দরিদ্র পরিবার এই প্রকল্পের সদস্য। এই প্রকল্পটি শেরপুর জেলার শেরপুর সদর, জামালপুর জেলার জামালপুর সদর, ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ২০৯ জনের মাঝে গৃহ নির্মান ঋণ বাবদ ১,৫১,৩০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	৭০ জন
ঋণী সংখ্যা	৭০ জন
বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	২৬,০০,০০০/- টাকা
সঞ্চয় স্থিতি	--
ঋণ স্থিতি	৩৮,৫২,২২৫/- টাকা

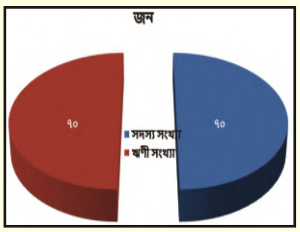

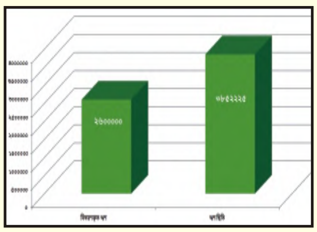

এমডিপি ঋণ

(মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট)

এমডিপি প্রকল্পের অর্থায়নে মাছ চাষ

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দুরীকরণের লক্ষ্য নিয়ে বিশেষ ধরণের টেকসই উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য এমডিপি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। সাধারণত মৎস্য চাষ, গাভী পালন ও আসবাবপত্র তৈরীর জন্য এ ঋণ দেয়া হয়। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে মালিক চালিত এবং পরিবারের সদস্যসহ অনধিক ১০ (দশ) জন নিয়োজিত কর্মচারী আছে এমন প্রতিষ্ঠানকে এ ঋণ দেয়া হয়। আরডিএস এর প্রতিটি শাখায় ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে এমডিপি ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	৫৫৮ জন
ঋণী সংখ্যা	৪৮৯ জন
বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	৪,৩৪,৬৯,০০০/- টাকা
সঞ্চয় স্থিতি	১,০৯,৮০,০৭৯/- টাকা
ঋণ স্থিতি	৩,১৩,৫২,০৮২/- টাকা

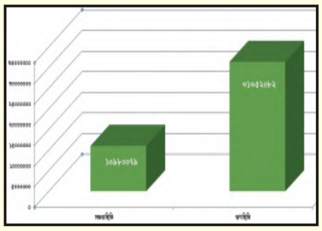

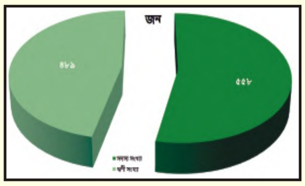

এমডিপি এএফ ঋণ

(মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এডভান্সড ফাইন্যান্সিং)

এমডিপি এএফ প্রকল্পের অর্থায়নে পান চাষ

কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুদ্ধারে সহায়তার লক্ষ্যে এই প্রকার ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। সাধারণত কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোগ তথা ম্যানুফ্যাকচারিং, ট্রেডিং, কৃষি, মৎস ও প্রাণী সম্পদ খাতে ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের মধ্যে যে সকল উদ্যোগের পরিচালনা মুলধন ১০% হতে ২০% হ্রাস পেয়েছে সে সকল উদ্যোগকে পুনরজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে এই ঋণ প্রদান করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে এমডিপি-এএফ ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	১৭০ জন
ঋণী সংখ্যা	১৫৬ জন
বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	৩,০২,২৮,০০০/- টাকা
সঞ্চয় স্থিতি	৩৬,৯০,৪২৫/- টাকা
ঋণ স্থিতি	৮৭,২১,৪৯৮/- টাকা

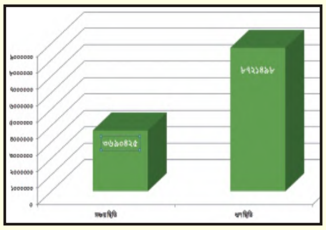

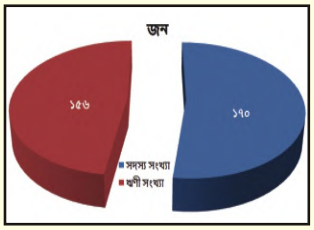

Livelyhood Restoration Loan (LRL)

এলআরএল প্রকল্পের অর্থায়নে সূচি শিল্প

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশের কোভিড-১৯ এ বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিম্ন আয়ের লোক। নিম্ন আয়ের লোকদের ক্ষতি পুষিয়ে আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পিকেএসএফ এর সহায়তায় দীর্ঘমেয়াদী এ ঋণ প্রদান করা হয়। ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের মাঝে পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় সহায়ক ঋণ হিসেবে এলআরএল ঋণ প্রদান করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে এলআরএল ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	২,১২২ জন
ঋণী সংখ্যা	১,০২৮ জন
বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	১,৮৮,৩৩,০০০/- টাকা
সঞ্চয় স্থিতি	২,১২,১৯,৩৩৮/- টাকা
ঋণ স্থিতি	৬৯,৮৮,৯৯২/- টাকা

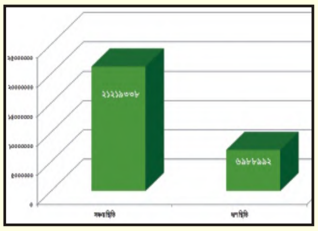

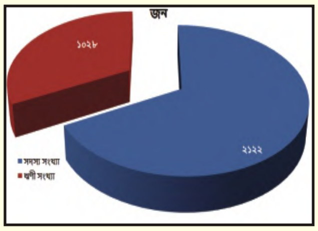

BD RURAL WASH Project

বিডি ওয়াশ প্রকল্প পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ কর্মকর্তা ও ইআরডি উর্দ্ধতন কর্মকর্তা

এসডিজি এর ৬ নম্বর গোল অনুযায়ী কর্ম এলাকায় সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানি এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ১০০% স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির আওতায় আনার জন্য পিকেএসএফ ও বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় বিডি ওয়াস প্রকল্পটি চালু করা হয়।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা ও জনগণের সার্বিক পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থা এবং জীবন মানের উন্নয়ন করা।

আরডিএস এর কর্ম এলাকার মধ্যে মোট ১৮টি শাখা এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে বিডি রুরাল ওয়াস ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

বিবরণ	স্যানিটেশন ঋণ	ওয়াটার ঋণ
সদস্য সংখ্যা	৪০১ জন	১৫৮ জন
ঋণী সংখ্যা	৪০১ জন	১৫৮ জন
বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	৮২,৪০,০০০/- টাকা	৩৫,৫০,০০০/- টাকা
ঋণ স্থিতি	৭৩,৫৪,৮৪৭/- টাকা	৩২,৭১,৩৫৩/- টাকা

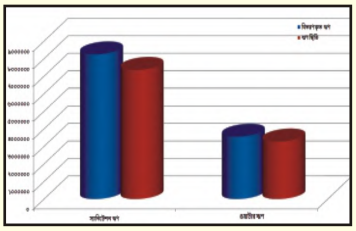

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মহিলাদের স্বাস্থ্য পরামর্শ ও ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের উঠান বৈঠক

শেরপুর জেলাধীন নালিতাবাড়ী উপজেলার বন্যা, খরা কবলিত ইউনিয়ন হলো মরিচপুরান ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের শতকরা ৯৫ ভাগ জনগণই ছিল দরিদ্র ও অতিদরিদ্র এবং নিরক্ষর। তাই এখানে বাসা বেধেঁছিল কুসংস্কার, স্বাস্থ্য বিষয়ক অসচেনতা, ধর্মীয় গোড়ামী, নারী নির্যাতন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাসহ নানাবিধ সমস্যা।

তাই সরকারের পাশাপাশি, উপরোক্ত সমস্যাগুলো দূর করে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস) মরিচপুরান ইউনিয়নকেই সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্ম এলাকা হিসাবে নির্বাচিত করেছে। পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা মোতাবেক উপযুক্ত খাতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পরিবারটির যে সম্পদ ও সক্ষমতা রয়েছে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে পরিবারের সক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়াস নেয়া হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন যাতে তারা মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস) ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মরিচপুরান ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও ভিক্ষুক পুণর্বাসনসহ নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ঋণ কার্যক্রম ছাড়াও নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে ঃ

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম

"স্বাস্থ্য হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ শারিরীক ও মানসিক সুস্থ্য অবস্থা; শুধুমাত্র রোগব্যাধি বা দুর্বলতার অনুপস্থিতিই নয়।" স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে স্বাস্থ্য সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) অনুসারে চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব এবং অনুচ্ছেদ ১৮ (১) অনুসারে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য।

বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও এদেশের জনগণের বিশাল অংশ এখনও গরীব। তবে মানব উন্নয়ন সূচকে উন্নতি বিবেচনায় বাংলাদেশ মাঝারি মানের মানব উন্নয়নকারী দেশ। স্বাস্থ্য হচ্ছে উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রুগ্ন স্বাস্থ্য দারিদ্র ও নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ এবং জ্ঞান আহরণের অন্তরায়। স্বাস্থ্যের সাথে দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের যোগসূত্র রয়েছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটলে আয় বাড়বে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে এবং দ্রুত দারিদ্রতা হ্রাস পাবে।

এই প্রেক্ষাপটে রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস) সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত মরিচপুরান ইউনিয়নে উন্নত ও সুষম স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম' বাস্তবায়ন করছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় খানা পরিদর্শনকারী স্বাস্থ্য কর্মী ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

১। খানা পরিদর্শন ঃ

সমৃদ্ধি কর্ম এলাকা মরিচপুরানে কর্মরত ১২ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রতিমাসে ইউনিয়নের ৬,০৩৯টি খানা (সকল খানা) পরিদর্শন করেন। পরিদর্শকগণ নির্ধারিত ছকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে মাসিক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং সেই প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

২। উঠান বৈঠক ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় খানা পরিদর্শনকারী স্বাস্থ্য কর্মীর উঠান বৈঠক

কর্মরত ১২ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রতিমাসে ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন সাপেক্ষে উঠান বৈঠক করেন। উঠান বৈঠকগুলোতে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়। যেমন- খাদ্য ও পুষ্টি, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ওজন মাপা, ব্লাড প্রেসার মাপা, ডায়াবেটিস পরীক্ষা, তাপমাত্রা মাপা, অক্সিজেন ও পালস্ মাপা ইত্যাদি। প্রতি মাসে ১২ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক ৪৮টি উঠান বৈঠক করেন এবং এযাবৎ উঠান বৈঠক করা হয় ২,৯০৬টি।

৩। স্ট্যাটিক ক্লিনিক ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় স্ট্যাটিক ক্লিনিক

সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে নিয়োজিত ২ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সাপ্তাহিক দলীয় সভায় স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকেন। প্রতি মাসে ৩২টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করা হয় এবং এযাবৎ স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করা হয় ৩,১৪৪টি।

৪। স্যাটেলাইট ক্লিনিক ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক

কর্ম এলাকায় এমবিবিএস ডাক্তার/ মেডিকেল অফিসার কর্তৃক স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। প্রতি মাসে ৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হয় এবং এ যাবৎ স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়েছে ৫৯৯টি।

৫। স্বাস্থ্য ক্যাম্প ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় বিনামূল্যে মেডিসিন ও হৃদরোগ বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্প

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে সমগ্র ইউনিয়নবাসীদের মাঝে প্রচারণার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। প্রতি ত্রৈমাসে ১টি এবং বছরে ৪টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এ যাবৎ স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে ২৬টি।

৬। চক্ষু ক্যাম্প ঃ

প্রতি বছর ১টি করে চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে কর্ম এলাকার মানুষের চক্ষু চিকিৎসা প্রদানসহ চোখের ছানী অপারেশন করানো হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প

এ যাবৎ ৮টি চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে ১,৯৪০ জন মানুষের চক্ষু চিকিৎসা প্রদান করা হয় এবং ৩৫৫ জনকে চোখের ছানী অপারেশন করানো হয়েছে।

৭। বিনামূল্যে ঔষধ প্রদানঃ

স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রয়োজন মাফিক কৃমিনাশক ট্যাবলেট, ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট, আয়রণ ক্যাপসুল ও পুষ্টিকণা বিতরণ করা হয়।

সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড হিসেবে অভিহিত করা হয়। একটি উন্নত ও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে সার্বজনীন শিক্ষা একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এছাড়া টেকসই উন্নয়নে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এ বিবেচনায় বাংলাদেশের সংবিধানে সকল শিশুর জন্য সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার সংস্থান রাখা হয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত দিক নির্দেশনা ও পরিচর্যার অভাবে অনেক ছেলেমেয়েই স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ছে।

গরিব বিধায় তারা টিউটর রেখে সন্তানদের পড়াতে পারে না। আবার অনেক অভিভাবক কর্মব্যস্ততার কারণে সন্তানদের পড়া তৈরিতে সহায়তা করতে পারে না। ফলে তাদের সন্তানরা স্কুলে গিয়ে পড়া দিতে পারে না এবং পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করে। তখন তারা সহপাঠীদের সামনে লজ্জা পায়। ধীরে ধীরে তারা স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এভাবেও অনেক শিক্ষার্থী সবার অগোচরে স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের শিক্ষাদান

এই প্রেক্ষাপটে আরডিএস এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত পরিবার সমূহের ছেলেমেয়েদের জন্য ২০১৪ সাল থেকে বৈকালিক শিক্ষাদান কেন্দ্র চালু করে আসছে। এই কেন্দ্রসমূহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিখন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা হয়। বর্তমানে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলাধীন মরিচপুরান ইউনিয়নে ৩০টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র চলমান রয়েছে এবং ৯০০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা সহায়তা পাচ্ছে।

ঋণ সহায়তা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় ঋণ প্রদান

রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস) সমৃদ্ধিভূক্ত মরিচপুরান ইউনয়নে অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি পিকেএসএফ থেকে অর্থায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই ইউনিয়নে ঋণ গ্রহণে আগ্রহী পরিবারসমূহের পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় পরিবারের বর্তমান আয়ের অবস্থা ও সক্ষমতা নিরুপণ করা হয়। পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা মোতাবেক উপযুক্ত খাতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পরিবারটির যে সম্পদ ও সক্ষমতা রয়েছে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে পরিবারের সক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়াস নেয়া হয়। প্রত্যেক সদস্যের ঋণ চাহিদা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনা করে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় তিন ধরণের ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন ঃ-

(১) আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ঋণ
(২) জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ
(৩) সম্পদ সৃষ্টি ঋণ।

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	১,১৩২ জন
ঋণী সংখ্যা	৮৫৯ জন
বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	৩,৯৮,৩০,০০০/-টাকা
সঞ্চয় স্থিতি	৭৭,৩৭,৭২৪/-টাকা
ঋণ স্থিতি	২,২৭,১০,৪০৬/- টাকা

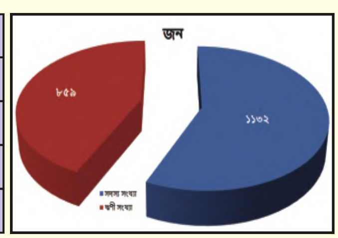

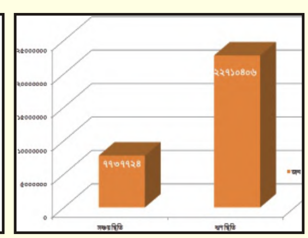

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম

সমৃদ্ধির আওতাভূক্ত ইউনিয়ন সমূহকে ভিক্ষুক মুক্ত করার লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্যমী সদস্য (ভিক্ষুক) পুর্ণবাসন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পিকেএএফ এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে আরডিএস শুরু হতে এ পর্যন্ত ০৮ জন উদ্যমী সদস্য (ভিক্ষুক) -এর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়নের শুরুতে ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে জরিপ করে সকল ভিক্ষুকের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে দুঃস্থ ও অসহায় ভিক্ষুক পরিবারদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। নির্বাচিত ভিক্ষুকদের তালিকা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যায়িত করে যাচাই-বাছাই শেষে চুড়ান্তভাবে মনোনীত ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় গরু পালন

পুণর্বাসনের জন্য চিহ্নিত প্রত্যেক ভিক্ষুক ও আরডিএস সমৃদ্ধি কর্মসূচির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামে যৌথ ব্যাংক হিসাব খোলার মাধ্যমে প্রত্যেক ভিক্ষুকের ব্যাংক হিসাবে ভিক্ষুক প্রতি বরাদ্দকৃত ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ভিক্ষুক ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনাক্রমে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম নির্ধারণপূর্বক উপকরণ ক্রয় করে দেয়া হয়। এছাড়াও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় এবং আয়বৃদ্ধিমূলক-কার্যক্রম পরিচালনার প্রাথমিক বাড়তি খরচ নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় নগদ টাকা প্রদান করা হয়। ঝুঁকি যাতে না থাকে সে জন্য আয়ের একাধিক উৎসে বিনিয়োগ করা হয়। পুণর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভূক্ত পরিবারসমূহ যাতে পুণরায় ভিক্ষাবৃত্তিতে ফিরে না যায় বা প্রদত্ত আয়বৃদ্ধিমূলক উপকরণ বিক্রয় করতে না পারে সে জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রামের একজন ব্যক্তিকে স্থানীয় অভিভাবক নির্বাচন করা হয়।

এছাড়াও কর্মসূচিভূক্ত ইউনিয়নে সমাজের সচেতন মহল, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ,উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউএনও এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে অবহিত করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা অংশ নিয়ে থাকেন। আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম থেকে নিরবিচ্ছিন্ন আয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত ফলোআপ ও মনিটরিং করা হয়। এছাড়াও পুণর্বাসিত প্রতিটি পরিবারের দৈনিক আয়-ব্যয় লিপিদ্ধকরণ এবং তথ্য সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট পুণর্বাসিত পরিবারে একটি করে রেজিষ্টারে এবং সংস্থার শাখা কার্যালয়ে সকল পরিবারের জন্য একটি রেজিস্টারে পৃথক পৃথক ভাবে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পিকেএসএফ এ নিয়মিত প্রেরণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এ পর্যন্ত পুণর্বাসিত ০৮ জন ভিক্ষুকের মধ্যে ২০২০ সাল পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রত্যেকের গড় আয় মাসে ২,০০০/- হতে ৫,০০০/- টাকায় উন্নীত হয়েছে। প্রতিটি ভিক্ষুকের গড় সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার উপরে।

শতভাগ স্যানিটেশন ও হাতধোয়া (পরিবার ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে)

সমৃদ্ধিভূক্ত ইউনিয়নের জনগণকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে অভ্যস্ত করণের লক্ষ্যে শতভাগ স্যানিটেশন ও হাত ধোয়া কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আরডিএস মরিচপুরান ইউনিয়নে শতভাগ স্যানিটেশন ও হাত ধোয়া কার্যক্রম শুরু করেছে। এই কার্যক্রমের আওতায় মরিচপুরান ইউনিয়নে যে সকল পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নেই এমন পরিবারসমূহে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় বিষয় ভিত্তিক জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নেই এমন পরিবারগুলো সনাক্ত করা হয়। এই তালিকা যাচাই করে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরীর মত আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে এমন পরিবার সমূহের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ল্যাট্রিন স্থাপন নিশ্চিত করা হয়। আরডিএস অন্যান্য প্রতিটি পরিবারের জন্য কর্মসূচি থেকে বরাদ্ধকৃত অর্থ এর সাথে সামর্থ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পরিবারের আর্থিক সাপোর্ট (কস্ট শেয়ারিং) সমন্বয় করে মজবুত, দীর্ঘস্থায়ী, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরী করছে। এছাড়াও জনগণকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ল্যাট্রিন ব্যবহার এবং আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ নলকূপের পানি ব্যবহারের বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত মরিচপুরান ইউনিয়নে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় এবং পরিবারের কস্ট শেয়ারিং এর মাধ্যমে ৫৬০টি পারিবারিক স্যানেটারী ল্যাট্রিন এবং কমিউনিটির কস্ট শেয়ারিং এর মাধ্যমে ২৫টি প্রাতিষ্ঠানিক ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এই ইউনিয়নে আরও প্রায় ৩০০টি পারিবারিক স্যানেটারী ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পাশাপাশি বিনোদন ও এলাকার যুবকদের বিনোদন, শরীরচর্চা এবং শারিরীক ও মানসিকভাবে সুস্থ মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিশু, কিশোর ও যুবদের জন্য ক্রীড়া ও সংস্কৃতি কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি বছর জানুয়ারী থেকে মার্চ এই সময়ের মধ্যে ওয়ার্ডভিত্তিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ড পর্যায়ে বিজয়ীগণ ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে চূড়ান্তভাবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ইউনিয়ন পর্যায়ের অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণদের আমন্ত্রন জানানো হয় এবং তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন।

বসতবাড়ির জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাড়ী তৈরী

আরডিএস সমৃদ্ধিভূক্ত মরিচপুরান ইউনিয়নে সমৃদ্ধির আওতায় আসা সকল বাড়ী স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয়, পরিবেশ, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন এবং উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি পুণঃব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুসঙ্গ অন্তর্ভূক্ত করে সমৃদ্ধ বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ফলে সমৃদ্ধ বাড়ির সদস্যগণ একদিকে যেমন স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন করতে পারবেন, অপরদিকে বাড়ি থেকে উৎপাদন এবং আয়ও আসবে। সকল প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে সমৃদ্ধ বাড়ীর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন-

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন ঃ

- স্বাস্থ্য কার্ড
- নিরাপদ পানির ব্যবস্থা
- আর্সেনিকমুক্ত পানির সংস্থান
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা
- হাত ধোয়ার ব্যবস্থা
- পরিচ্ছন্ন বাড়িঘর
- সজনেসহ অন্যান্য সবজি বাগান এবং মরিচ গাছের চাষ
- লেবু, পেঁপে, পেয়ারা ও অন্যান্য ফলের গাছ/ বাগান।

মানব-সক্ষমতা উন্নয়ন (শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা) ঃ

- স্কুলে যাওয়ার বয়সী সকল শিশু স্কুলে যায়
- উপযুক্ত শ্রেণীসমূহের শিশুরা সমৃদ্ধি শিক্ষাকেন্দ্রে যায়
- পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়
- বয়স্ক সদস্যদের (যদি থাকে) প্রয়োজনীয় পরিচর্যার ব্যবস্থা
- প্রতিবন্ধী সদস্যদের (যদি থাকে) প্রয়োজনীয় পরিচর্যার ব্যবস্থা
- কোন সদস্যের অসুখ-বিসুখ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা

আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ঃ

- সদস্যদের যথাযথ কর্মসংস্থান
- আয়বৃদ্ধির সুযোগ ও খাত সমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার
- হাঁস-মুরগী পালন
- কবুতর পালন
- গাভীসহ অন্যান্য প্রাণিসম্পদ পালন
- বাড়ীর পাশের পুকুর বা ডোবায় মাছ চাষ ।

পরিবেশ ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ঃ

- বিদ্যুৎ অথবা সৌর বিদ্যুৎ
- বায়োগ্যাস
- উন্নত চুলা (বন্ধুচুলা)
- বসতবাড়ির দেয়াল, মেঝে ও ছাদ যথোপযুক্তভাবে বাঁধা
- ফুলবাগানসহ অন্যান্য সৌখিন গাছ লাগানো ।
- বাড়ীতে প্রাপ্ত জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা ।

উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ঃ

- কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) তৈরিকরণ
- গোবর ও পচনযোগ্য উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করে জৈব কম্পোস্ট তৈরিকরণ
- যথাযথ খাবার সরবরাহ করে পুকুরে মাছ চাষ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৬৪টি বাড়ীকে সমৃদ্ধ বাড়ী হিসেবে তৈরী করা হয়েছে।

ভার্মি কম্পোষ্ট/কেঁচোসার উৎপাদন (রাসায়নিক সারের বিকল্প)

জৈবসার ব্যবহারের মাধ্যমে জমির উর্বরা শক্তি সংরক্ষণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সমৃদ্ধির আওতায় কেঁচোসার উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আরডিএস সমৃদ্ধিভূক্ত মরিচপুরান ইউনিয়নে অংশগ্রহণকারী অনেক পরিবারের বাড়ীতে ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন করে কেঁচোসার জৈবসার ব্যবহারের মাধ্যমে জমির উর্বরা শক্তি সংরক্ষণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সমৃদ্ধির আওতায় কেঁচোসার উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আরডিএস সমৃদ্ধিভূক্ত মরিচপুরান ইউনিয়নে অংশগ্রহণকারী অনেক পরিবারের বাড়ীতে ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন করে কেঁচোসার উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় তাদেরকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। পরিবার পর্যায়ে প্রতিটি প্লান্ট স্থাপনের জন্য ১,০০০/= টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ইউনিয়নের অংশগ্রহণকারী পরিবারসমূহ থেকে ১০০ জন সদস্যকে ২দিন ব্যাপী কেঁচোসার উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষিত সদস্যগণ নিজ নিজ বাড়িতে কেঁচোসার উৎপাদনের প্লান্ট স্থাপন করে সার উৎপাদন করছেন। সিমেন্টের তৈরী রিং দিয়ে কেঁচোসার উৎপাদনের প্লান্ট তৈরি করা হয়। উপর থেকে যাতে প্লান্টে পানি ঢুকতে না পারে সেজন্য উপরে টিন/খড়ের তৈরী চাল/শেড দেয়া হয়। এক রিং বিশিষ্ট একটি ছোট আকারের প্লান্টে ২,০০০টি কেঁচো বাস করতে পারে। কেঁচোসার উৎপাদনের জন্য প্লান্টের নিচের দিকে কিছু মাটি দিয়ে তাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেঁচো ছেড়ে দিতে হয়। কেঁচোর খাবার হিসেবে আধা শুকনো গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, তরকারির খোসা প্রভৃতি প্লান্টের উপরের অংশে দিতে হয়। প্রদত্ত খাবার কেঁচো উপরের দিক থেকে খেতে খেতে ক্রমান্বয়ে প্লান্টের নিচের দিকে গিয়ে অবস্থান নেয়। খাবার খেয়ে কেঁচো যে মল ত্যাগ করে তাই কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোস্ট হিসেবে পরিচিত। কেঁচো সার দেখতে অনেকটা চাপাতার গুড়োর মতো হালকা বাদামী রং এর হয়। এ সার জৈব সারের ন্যায় জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক। একবার গোবর প্রদানের পর ৩০/৩৫ দিনের মধ্যে প্লান্টের কেঁচো উক্ত খাবার খেয়ে তা সারে পরিণত করে যা উত্তোলনের উপযোগী হয়। সদস্যগণ উৎপাদিত সার নিজস্ব জমিতে ব্যবহার করেন এবং উদ্বৃত্ত সার অন্যের নিকট বিক্রি করে পরিবারের জন্য আয় বৃদ্ধি করেন। শস্যক্ষেতে, গাছে ও মাছের খাদ্য হিসেবে কেঁচোসার ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয়ভাবে কেঁচোসার বিক্রি হয়ে থাকে। ব্যাপকভাবে উৎপাদিত কেঁচোসার বিক্রির জন্য বাজার সৃষ্টি ও বাজার সংযোগের বিষয়ে আরডিএস উদ্যোগ গ্রহণ করছে। পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় আরডিএস মরিচপুরান ইউনিয়নের সদস্যদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ১০০টি প্লান্ট তৈরী করেছে এবং প্রতি মাসে ২,০০০ থেকে ২,৫০০ কেজি কেঁচোসার উৎপাদন হচ্ছে।

সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও মিটিং

সমৃদ্ধির আওতায় চলমান কার্যক্রমসমূহ টেকসই করা, এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ নিয়ে আলোচনা, উন্নয়ন কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা ও স্থানীয়ভাবে জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, যুব সমাজের প্রতিনিধি, সিনিয়র সিটিজেনদের প্রতিনিধি এবং আরডিএস সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২ বছর মেয়াদী ১১ সদস্যের সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ সুবিধামত সময়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সুবিধাজনক স্থানে প্রতি দুই মাসে ১ বার সভায় মিলিত হন। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দুরীকরণ, শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, যুব উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান, প্রবীণদের বিষয়ে কর্মকান্ড গ্রহণ, এলাকায় উৎপাদিত পন্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, এলাকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক বনায়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, জনগণের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভায় সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকেন।

এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ৬ মাস পর পর অর্থাৎ বছরে দু'টি করে ইউনিয়নের সকল সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় প্রত্যেকটি ওয়ার্ড কমিটির বিগত ৬ মাসের সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোগ গ্রহণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং কার্যক্রমসমূহ আরো সুশৃঙ্খলভাবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উন্নয়নে যুব সমাজ (নারী/পুরুষ) কমিটি গঠন ও মিটিং

সমৃদ্ধিভূক্ত ইউনিয়নসমূহের যুবদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ ও যুবদের টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রমে যুবদের অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সামাজিক উন্নয়নে যুবদের সু-সংগঠিত করার নিমিত্তে সমৃদ্ধিভূক্ত ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডে ২২ সদস্য (নারী-পুরুষ সমন্বয়ে) বিশিষ্ট উন্নয়নে ২ বছর মেয়াদী যুব সমাজ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ সুবিধামত সময়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সুবিধাজনক স্থানে প্রতি দুই মাসে ১ বার সভায় মিলিত হন।

সমৃদ্ধি ওয়ার্ড যুব কমিটির সভায় সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকতে পারেন। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ৬ মাস পর পর অর্থাৎ বছরে দু'টি করে ইউনিয়নের সকল সমৃদ্ধি ওয়ার্ড যুব সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন যুব সমন্বয় সভায় প্রত্যেকটি ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের নিয়ে বিগত ৬ মাসের সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোগ গ্রহণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং কার্যক্রমগুলো আরও সমৃদ্ধভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

সমৃদ্ধিভূক্ত মরিচপুরান ইউনিয়নের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহে নিরাপদ পানির ব্যবস্থাকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন এবং এলাকার রাস্তাসমূহে ছোট ছোট কালভার্ট তৈরীর জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠী-উদ্দীষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা আরডিএস ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্বে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। মরিচপুরান ইউনিয়ন পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্থানীয় জনগনের সাথে এ বিষয়ে মত বিনিময়ের ভিত্তিতে সারা ইউনিয়নে অবকাঠামো ও অন্যান্য করণীয় অন্তর্ভূক্ত করে আরডিএস একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরী করে এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়ন পূর্বক তা পিকেএসএফ এ প্রেরণ করে। পিকেএসএফ কর্তৃপক্ষ দ্বারা তা অনুমোদনের পর স্থানীয় জনগোষ্ঠী-উদ্দীষ্ট এ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন শুরু করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসুচির অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় নির্মিত কালভার্ট ও স্যানেটারি ল্যাট্রিন

প্রতিটি স্থাপনার জন্য আরডিএস এর কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পৃথক পৃথক 'নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ' কমিটি গঠন করা হয় এবং এর তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উক্ত স্থাপনাগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় মানুষের সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ কার্যক্রমের আওতায় অগভীর নলকূপ, স্যানেটারী ল্যাট্রিন, কালভার্ট ও এরকম অন্যান্য জরুরী অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়।

এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতা ও এলাকাবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কষ্ট শেয়ারিং এর মাধ্যমে নিম্ন বর্ণিত অবকাঠামো নির্মাণ করে।

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর ধরণ	সংখ্যা
০১	প্রাতিষ্ঠানিক ল্যাট্রিন স্থাপন	২৫ টি
০২	কমিউনিটি নলকূপ স্থাপন	২৭ টি
০৩	কালভার্ট স্থাপন	০৫ টি

সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসুচির সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রমের আওতায় সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন

গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুতের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ কল্পে এবং ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণে সরকারী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সমৃদ্ধির আওতায় সৌরবিদ্যুৎ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সমৃদ্ধিভূক্ত মরিচপুরান ইউনিয়নে আরডিএস এর সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচির মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম গ্রহণে আগ্রহী সদস্যদের সৌর বিদ্যুৎ উপকরণ সরবরাহ করা হয়। সদস্যগণ নগদ টাকায় অথবা সংস্থার নিকট থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন করেন।

সমৃদ্ধিভূক্ত মরিচপুরান ইউনিয়নে সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সদস্যদের চাহিদা যাচাই করে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং সে মোতাবেক সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনের কাজ পরিচালিত হয়। সোলার হারিকেন থেকে শুরু করে দুই বাতি বিশিষ্ট সোলার হোম সিস্টেম এবং সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক বাতি, টিভি, ফ্যান ও অন্যান্য ইলেকট্রিক সামগ্রী চালানোর ক্ষমতা সম্পন্ন বড় আকারের সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনেরও সুযোগ রয়েছে। আরডিএস মরিচপুরান ইউনিয়নবাসীর অংশগ্রহণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ৭৪২টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করেছে।

সমৃদ্ধি কর্মসুচির সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রমের আওতায় সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম

সমৃদ্ধিভূক্ত মরিচপুরান ইউনিয়নে অতি দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় নারী প্রধান বা প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে এমন অতিদরিদ্র পরিবার যাদের মাসিক আয় ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকার নিচে, তারা নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে মাসে কমপক্ষে ১০০ (একশত) টাকা জমা করবে। দু'বছর পর্যন্ত সঞ্চয় জমা করার পর জমাকৃত সঞ্চয়ের সমপরিমাণ অর্থ (সর্বোচ্চ ২০,০০০/-টাকা) অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। যাতে তারা উক্ত অর্থ দ্বারা কোন স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করতে পারে।

সমৃদ্ধি কর্মসুচির বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় অটো রিক্সা ক্রয়

প্রতিবন্ধী পরিবার প্রধান জমাকৃত সঞ্চয় ও অনুদানের অর্থ দিয়ে অটো গাড়ী ক্রয় করেন

এ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৭টি পরিবারে ১,৩৯,৫৫০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় প্রবীণদের সভা

মানুষ তার জীবনের একটা পর্যায়ে এসে বয়স যখন ষাটোর্ধ হয়ে যায় তখন সে প্রবীণের পর্যায়ে চলে আসে। আর এই সময়টাতে সে অকর্মন্য, দুর্বল ও শক্তি সামর্থহীন হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে। মানুষের এই অসহায় সময়ে প্রবীণদের পাশে দাড়িয়ে তাদের জীবনমান উন্নয়নে উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস দেয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে আরডিএস পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে। আরডিএস মরিচপুরান ইউনিয়নে ১,৮৩২ জন প্রবীণ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় প্রবীণদের র‍্যালি

সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় প্রবীণ সমন্বয় সভা

প্রবীণ পরিপোষক ভাতা ঃ প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। আরডিএস জুলাই, ২০১৮ থেকে মরিচপুরান ইউনিয়নে সর্বপ্রথম ৭৫জন প্রবীণ পরিপোষক ভাতা প্রদানের জন্য নির্বাচন করে এবং জুলাই/২০১৯ হতে জুলাই/২০২১ পর্যন্ত ১০০ জন প্রবীণকে পরিপোষক ভাতা প্রদান করে। জনপ্রতি মাসে ৫০০/-টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়। যার ব্যয়ভার আরডিএস ও পিকেএসএফ যৌথভাবে বহন করে।

ওয়ার্ড মিটিং ঃ প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রবীণদের নিয়ে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি করে কমিটি গঠন করা হয়। প্রতি মাসে প্রতি ওয়ার্ডে সুবিধাজনক স্থানে মাসিক প্রবীণ ওয়ার্ড কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রবীণদের সমস্যা, সুযোগ-সুবিধা, অসুবিধা, প্রবীনদের কখন কী করণীয় সে বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয় এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়ন প্রবীণ সমন্বয় সভা

ইউনিয়ন মিটিং ঃ

০৯টি ওয়ার্ড কমিটির সদস্যগণ নির্বাচনের মাধ্যমে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ৯টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ নিয়ে ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা হয়।

মৃতের সৎকার ঃ

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মরিচপুরান ইউনিয়নে ষাটোর্ধ কোন প্রবীণ মৃত্যুবরণ করলে মৃত প্রবীণের দাফন-কাফন বাবদ ২,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসুচির প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় বিনামূল্যে ডায়াবেটিস পরীক্ষা ক্যাম্প

স্বাস্থ্যসেবা ঃ

প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবার জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। শুধু তাই নয় প্রতি বছর চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রবীণদের চক্ষু চিকিৎসাসহ চোখের ছানি অপারেশন করা হয়।

উপকরণ বিতরণ ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসুচির প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় বয়স্কভাতা ও ঈদ উপহার বিতরণ

প্রবীণ পরিপোষক ভাতা ছাড়াও অসহায় প্রবীণদের মাঝে হুইল চেয়ার, ছাতা, ওয়ার্কিং স্টিক, কমট, কম্বল, চাদরসহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। উপকরণ ছাড়াও প্রবীণ সম্মাননা সার্টিফিকেট, ক্রেষ্ট ও এককালীন অর্থ প্রদান করা হয়।

প্রবীণ দিবস উদযাপন ঃ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কর্মসূচির শুরু থেকেই প্রতি বছর ১লা অক্টোবর প্রবীণ দিবস উদযাপন করা হয়। নানা কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে এই দিবস উদযাপন করা হয়, যেমন-র‍্যালি, আলোচনা সভা, প্রবীণদের অংশগ্রহণে সংগীত, অভিনয়, রশি টানাসহ নানা ধরণের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাছাড়াও এই দিবসে প্রবীণ সদস্য/সদস্যার সন্তানদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের উপর আলোচনা হয় এবং সন্তানদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসুচির প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় প্রবীণ দিবস উপলক্ষে র‍্যালি

প্রবীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসুচির প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় প্রবীণদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

প্রবীণদের বিনোদন দেয়ার জন্য গত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বর্নাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ‘প্রবীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় হাড়িভাঙ্গা খেলা, রশি টানাটানী, বালিশ খেলা, ফুটবল প্রতিযোগিতা, সংগীত, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্যসহ নানাবিধ প্রতিযোগিতায় প্রবীন নারী ও পুরুষ অংশগ্রহণ করেন এবং প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে আকর্ষণীয় পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উক্ত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউপি চেয়ারম্যানসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন।

সমৃদ্ধি কর্মসুচির প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় প্রবীণদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

বিশেষ আয়োজন/অনুষ্ঠান

সমৃদ্ধি কর্মসূচির নির্ধারিত কার্যক্রম ছাড়াও যুব সমাজের অংশগ্রহণে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ঃ

মরিচপুরান ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের **'সমৃদ্ধি যুব উন্নয়ন সংঘ'** তাদের নিজস্ব উদ্যোগে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে আমন্ত্রন করে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের উপর র‌্যালি, লালকার্ড প্রদর্শন, শপথ বাক্য পাঠ, গণস্বাক্ষর ও আলোচনা সভা করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রমের আওতায় যুব উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে র‌্যালি

ব্লাড গ্রুপিং ঃ

মরিচপুরান ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের **'আমরাই পারি যুব উন্নয়ন সংঘ'** তাদের নিজস্ব উদ্যোগে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি মেম্বার, আরডিএস সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের কারিগরি সহায়তায় বিনামূল্যে দিন ব্যাপী ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি পরিচালিত হয় এবং ৩২৫ জন ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসুচির আমরাই পারি যুব উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং

তাল বীজ বপণ ঃ আরডিএস সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত ইউনিয়ন মরিচপুরানে উন্নয়নে যুব সমাজের উদ্যোগে মরিচপুরান ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তার পাশে ১২০০ তাল বীজ বপণ করা হয়। এই তাল বীজ বপণ অনুষ্ঠানে অত্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, ইউপি মেম্বার, আরডিএস এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দিবস উদ্‌যাপন ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসুচির আওতায় বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষে মা'দের পা ধৌতকরণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নির্ধারিত কর্মকান্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন দিবস উদযাপন করা হয়, যেমন- বিশ্ব পরিবেশ দিবস, যুব দিবস, মা দিবস, সামাজিক সেবা দিবস, আন্তর্জাতিক নারীদিবস, ১লা বৈশাখে বর্ষবরণ, প্রবীণ দিবস, জাতীয় শোক দিবস, জাতির জনকের জন্মদিন ও শিশু দিবস ইত্যাদি। এই উদযাপনগুলোতে র‍্যালি, দিবসের তাৎপর্যমূলক আলোচনা সভাসহ নানা ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসুচির আওতায় যুব দিবস উপলক্ষে উন্নয়ন যুব সমাজের উদ্যোগে র‍্যালি

বাংলা বর্ষবরণ ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছর বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসুচির উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রা

এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্টাফসহ উন্নয়নে যুব সমাজের সদস্য, শিশু, কিশোর ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান মেম্বারগণ অংশগ্রহণ করেন। এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গল শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মকান্ডের আয়োজন করা হয়।

পরিশেষে, সমৃদ্ধি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে কর্ম এলাকা মরিচপুরান ইউনিয়নের সার্বিক ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

সৌর বিদ্যুৎ কর্মসূচি

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল) এর সাথে ২০১৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি এক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস) সৌর বিদ্যুৎ এর কার্যক্রম শুরু করে। প্রত্যন্ত এলাকায় দরিদ্র মানুষের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা, জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা করা এবং কার্বন দূষণ কমিয়ে আনাই হচ্ছে এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ ও কুড়িগ্রাম জেলার ১৪টি উপজেলার ৮৪টি ইউনিয়নের ৭৫৬টি গ্রামের ৪,৭০৪টি পরিবারের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী সৌর বিদ্যুতের ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যার স্থিতির পরিমাণ ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৮৫ হাজার ১১৩ টাকা। এছাড়া বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জলবায়ু পরিবর্তনের কাজ চলমান রয়েছে।

শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি

ঝড়ে পড়া রোধ ও কিশোর সমাজকে যোগ্য, দক্ষ, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও মেধা সমৃদ্ধ প্রজন্ম বিনির্মাণের লক্ষ্যে আরডিএস ২০১৭ সাল থেকে পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় আরডিএস এর উপকারভোগীর দরিদ্র ও মেধাবী ছেলে মেয়েদের এ বৃত্তি প্রদান করে। যাতে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে সমাজে আলোকিত মানুষ হয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজকে সুসংগঠিত করতে পারে। সমাজে আলোক বর্তিকা ছড়াতে পারে এবং সমাজকে নেতৃত্ব দিতে পারে। আরডিএস এ পর্যন্ত মোট-১০০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে ১৫,৯৩,৬০০/- টাকা বৃত্তি প্রদান করেছে।

উপকারভোগীদের মেধাবী সন্তানদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি

ভিজিডি প্রকল্প

ভিজিডি প্রকল্পে নারীদের প্রশিক্ষণ পরিচালনা

দুঃস্থ মহিলাদের দক্ষ ও আত্ম নির্ভরশীল করার প্রত্যয় নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিরাপত্তা বেষ্টনীর একটি সফল প্রকল্প। যা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় ২০১৫ সাল থেকে শেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার ভিজিডি প্রকল্প নিয়ে কাজ করে আসছে।

২০২২ সালে ভিজিডি কার্যক্রমের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	উপকারভোগীর সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা
১	শেরপুর	শেরপুর সদর ও ঝিনাইগাতী	১৩ টি	২,৯৫০ জন	০৭ জন

ক্ষমতায়ন প্রকল্প

ক্ষমতায়ন প্রকল্পে নারীদের উঠান বৈঠক

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষক বাঁচলে, দেশ বাচঁবে এই শ্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে তৃণমূল পর্যায়ের কৃষকদের জীবন মান উন্নতি করার লক্ষ্যে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও ট্রেডক্রাফট এক্সচেঞ্জ এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ৫টি ও শেরপুর জেলার ৪টি সহ মোট ০৯ টি উপজেলার কৃষকদের মাঝে কৃষি প্রযুক্তি, কৃষিজাত পণ্য সামগ্রীর বাজারজাতকরণ, কৃষকদের দক্ষতা ও কৃষি পণ্য উৎপাদক এসোসিয়েশন গড়ে তোলা যাতে তারা স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সু-সর্ম্পক গড়ে তুলতে পারে এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্থায়ী ও টেকসই অর্থনীতির উন্নয়ন সাধন করতে পারে।

জেলা	উপজেলা	গ্রাম	দল সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা
২ টি	৯ টি	২১৪ টি	৩৭৩ টি	১১,৭১২ জন	০৩ জন

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

সকল মানব সম্পদই মানুষ কিন্তু সকল মানুষ মানব সম্পদ নয়। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আরডিএস তার মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুসরণ করে সঠিক ও যোগ্যতা সম্পন্ন জনবল নিয়োগ দিয়ে থাকে। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা আরডিএস এর একটি বড় অংশ। যা সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট যুক্ত বা নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের আচরণ বিধির সাথে সম্পর্কিত এটি দৃশ্যমান হয় সাধারণত দুই ভাবে। প্রথমতঃ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মী বাহিনীর সহযোগিতা সংক্রান্ত দ্বিতীয় সংস্থার সকল ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্তদের সাথে কাজ সংক্রান্ত। আরডিএস মানব সম্পদ ব্যবস্থ্পনা বিষয়টিতে নিম্লোক্ত ৪টি মূল কাজের সমম্বয় ঘটে।

(ক) কর্মী নিয়োগ
(খ) প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন
(গ) উৎসাহিতকরণ
(গ) পরিচালনা।

আরডিএস এর বর্তমান মানব সম্পদের চিত্র ঃ

কর্মীর বিবরণ	লিঙ্গ		নারীর শতকরা হার	
	পুরুষ (জন)	নারী (জন)	পুরুষ	নারী
স্থায়ী	২০৪	৬৮	৭৫%	২৫%
প্রকল্প	১১	৪৩	২০%	৮০%
মোট	২১৫	১১১	৬৬%	৩৪%

প্রশিক্ষণ

আরডিএস কর্মীদের ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক প্রশিক্ষন কর্মসূচি

মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন টুলস্ এর মাধ্যমে স্টাফকে প্রশিক্ষিত করা হয়। যাতে তারা জ্ঞান বৃদ্ধি করে সংস্থার কর্মকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করে সংস্থার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। প্রশিক্ষণে নতুন নতুন বিষয়ে তাদের ধারণা ও দক্ষ ট্রেইনারের মাধ্যমে সকলের অংশগ্রহণের দ্বারা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকে। আরডিএস এ পর্যন্ত ৫৬০ জন স্টাফকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

আরডিএস কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষন কর্মসূচি

কেস স্টাডি

ইয়াছমিনের মুখে হাসি

ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার মানকন ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর গ্রামের বাসিন্দা ইয়াছমিন। তার স্বামী আমিনুল ইসলাম স্থানীয় বাজারে একটি অলংকার দোকানে কাজ পাওয়া সাপেক্ষে কাজ করে মাসে ১২,০০০/- টাকা আয় করেন।

ইয়াছমিন তিন মেয়ে ও বয়স্ক মা স্বামীসহ ৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারটি অতি কষ্টে দিনানিপাত করতে ছিলেন। দৈনন্দিন অভাব ও দুঃখ কষ্ট ছিল পরিবারটির নিত্য দিনের সাথী। পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ ও জীবকা অর্জনের জন্য স্বামীর পাশাপাশি তিনি স্থানীয় একটি মাছের আড়তে কাজ করতেন। এক সময় তিনি দেখতে পান যে তার বাড়ীর পাশে প্রতি সপ্তাহে আরডিএস অফিস থেকে মাঠ কর্মী এসে দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারের নারীদের নিয়ে সভা করেন, বিভিন্ন পরামর্শের পাশাপাশি সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে থাকে। যাতে করে পরিবারগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে এগিয়ে চলছে। সেই সকল নারীদের সাথে ইয়াছমিন কথা বলে জানতে পারেন যে, আরডিএস থেকে সুবিধাসমূহ পেতে গেলে স্থানীয় সমিতির সদস্য হতে হবে। এই লক্ষ্যে তিনি তার পাশের বাড়ীর কুসুম সমিতির সদস্য ও সভানেত্রী

শামসুন্নাহারের সহায়তায় গত ০৮/০৫/২০১৬ তারিখে কুসুম সমিতির একজন সদস্য হিসাবে ভর্তি হন। তিনি প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে সমিতির সভায় এসে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ও অনেক ধরণের দিক নির্দেশনা পান।

এক সময় গত ০৩/০৪/২০২০ ইং তারিখে আরডিএস থেকে মাছ চাষ করার জন্য সহজ শর্তে ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা ও আরডিএস এর কর্মীদের পরামর্শক্রমে তিনি তার বাড়ীর পাশে একটি পুকুর লীজ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন। মাছ চাষে লাভবান হয়ে সেই লাভের টাকা দিয়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করার পর তিনি আবারও ২য় দফায় ৩,০০,০০০/- টাকা এবং ৩য় দফায় ৪,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

দিনদিন তার মাছ চাষের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাছ চাষের মাধ্যমে পরবারটির সফলতার মুখ দেখতে পায়। দিন দিন পরিবারটির দৈনন্দিন আয় বেড়ে চলেছে, জীবন যাত্রার মান পরিবর্তিত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে মাছ চাষ থেকে পরিবারটির বাৎসরিক আয় ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা। আরডিএস থেকে গ্রহণকৃত ঋণ পরিশোধ করার পর পরিবারটির বর্তমান পুজিঁ দাড়িয়েছে ৬,০০,০০০/- টাকা। বর্তমানে ইয়াছমিনের পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। এখন আর তাকে অন্যের আড়তে কাজ করতে হয় না।

সমিতির অন্যান্য সদস্যরা সমিতির সভায় ইয়াছমিনের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে। এখন গ্রামের অন্যান্য লোকেরা তার সাথে সম্মানের সাথে কথা বলে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ইয়াছমিনের পরিবারটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের লোকজন তাকে এখন মূল্য দেয়।

এক সময় তার মেয়েগুলোর লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল এখন আবারও তার মেয়েগুলো নিয়মিত স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। তার বড় মেয়ে উম্মে আমিনা তানহা ১০ম শ্রেণিতে এবং ২য় মেয়ে ৩য় শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে। ছোট মেয়ের বয়স দুই বছর। এখন পরিবারটির লক্ষ্য ছোট মেয়ে বয়স হলেও তাকে স্কুলে ভর্তি করবেন। তাদের আশা ৩টি মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে চাকুরী করাবেন। ইয়াছমিন এর মত তার মেয়েদের কষ্ট করতে না হয় পরিবারটির এখন থেকে এই ধরণের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে।

ইয়াছমিন বলেন, ‘‘আরডিএস আমার পরিবারকে স্বপ্ন দ্যাহা হিগাইছে, আয়ের মুখ দ্যাহাইছে, আমার পরিবারের মুহো আসি (হাসি) ফুডাইছে, অহন আর আমারে মাইনসের আড়তে কাম করন লাগে না, মেয়েগুইনারে লেহাপড়া হিগায়া অফিসার বানামু’’ ।

কেস স্টাডি

গোলাপীর দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ করল বিডি ওয়াস প্রকল্পের ল্যাট্রিন

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলাধীণ মরিচপুরান ইউনিয়নের উত্তর কোন্নগড় গ্রামে বাস করতেন বিধবা গোলাপী। একদিন তার সংসার ছিল খুব সুখের। স্বামী ও দুই কন্যা সন্তানসহ চার জনের সংসার বেশ ভালই চলছিল। হঠাৎ করে তার স্বামীর অকাল মৃত্যুতে সংসারে নেমে এলো ঘোর অন্ধকার। সন্তান দু'টি নিয়ে গোলাপী হয়ে পড়ে বিপন্ন ও দিশেহারা। প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন তারা শুধু সমবেদনাই জানায় কিন্তু কেউ দেখায় না চলার পথের দিশা। এতোদিন তার পাশে ছিল অনেক মানুষ, স্বামী মারা যাওয়ার পর সবাই যেন দূরে চলে গেল, আজ সে অসহায়।

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলাধীণ মরিচপুরান ইউনিয়নের উত্তর কোন্নগড় গ্রামে বাস করতেন বিধবা গোলাপী। একদিন তার সংসার ছিল খুব সুখের। স্বামী ও দুই কন্যা সন্তানসহ চার জনের সংসার বেশ ভালই চলছিল। হঠাৎ করে তার স্বামীর অকাল মৃত্যুতে সংসারে নেমে এলো ঘোর অন্ধকার। সন্তান দু'টি নিয়ে গোলাপী হয়ে পড়ে বিপন্ন ও দিশেহারা। প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন তারা শুধু সমবেদনাই জানায় কিন্তু কেউ দেখায় না চলার পথের দিশা। এতোদিন তার পাশে ছিল অনেক মানুষ, স্বামী মারা যাওয়ার পর সবাই যেন দূরে চলে গেল, আজ সে অসহায়।

সহায় সম্বল বলতে স্বামীর বাড়ীর ভিটা ও থাকার একটি দু'চালা ঘর ছাড়া কিছুই ছিল না তার। এখন সে কি করবে, দু'মুঠো ভাতের জোগাড়ই বা কিভাবে হবে। ভাবতে থাকে গোলাপী, মনে শক্তি ও সাহস নিয়ে খুজতে থাকে চলার পথ। পাশের বাড়ী আরডিএস এর সমিতি, প্রতি সপ্তাহেই সেখানে মিটিং হয়, পরামর্শ হয়, ঋণের কিস্তি নেয়া হয় এবং অনেক গরীব মানুষ সেখান থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছে, রিক্সা চালাচ্ছে ও গাভী পালন করছে, বিভিন্ন ভাবে আয় করছে।

এসব দেখে কৌতুহল বশতঃ গোলাপী সমিতিতে যায়, আলোচনা শোনে, সকলের লেনদেন দেখে, ঋণ সম্পর্কে ধারণা নেয় এবং আরডিএস এর কর্মীকে তার বাড়ীতে নিয়ে আসে, তার সমস্ত দুর্দশা ব্যক্ত করে এবং সমিতিতে ভর্তি হয়। গোলাপীর থাকার ঘরের পাশেই ছিল গ্রামের একটি ছোট্ট বাজার।

কর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী গোলাপী আরডিএস থেকে ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নেয়। ১০,০০০/-টাকা খরচ করে থাকার ঘরের সাথে ছোট দু'টি দোকান ঘর তৈরী করে ভাড়া দিলে সিকিউরিটি হিসেবে পায় আরও ২০,০০০/-টাকা । ঋণের বাকী টাকা ও সিকিউরিটির টাকা দিয়ে একটি গাভী, একটি ছাগল ও কিছু হাঁস-মুরগী ক্রয় করে, বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি চাষ করে। গাভীর দুধ বিক্রির টাকা, দোকান ভাড়ার টাকা দিয়ে মোটামুটিভাবে চলতে থাকে গোলাপী।

ক্রমান্বয়ে হাঁস-মুরগী, ছাগল ও গরুর সংখ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং গোলাপীর সংসারের আয়ও বাড়তে থাকে। মেয়ে দু'টিও স্কুলে যায়, থাকার ঘরটাও মেরামত করে। কিন্তু ল্যাট্রিনটা স্বাস্থ্যসম্মত ছিল না তার, ল্যাট্রিনটা ছিল কাচা, অস্বাস্থ্যকর ও ছালার চট দিয়ে ঘেরা।

পাশের বাড়ীর ভিটি পাকা রঙ্গিন টিনের বেড়ার স্যানিটারী ল্যাট্রিন দেখে সে মুগ্ধ। কিন্তু মুগ্ধ হয়ে কি লাভ। তার পক্ষে কি সম্ভব হবে সেই রকম একটি ল্যাট্রিন বানানো, তার সামর্থই বা কতটুকু, এতো টাকা সে পাবেই বা কোথায়। এই নিয়ে সে সারাক্ষণ ভাবতে থাকে, মেয়ে বড় হচ্ছে, বিয়ে দেয়ার আগেই এরকম একটা ল্যাট্রিন বানানোর স্বপ্নে সে বিভোর। সে সারাক্ষণ ল্যাট্রিনটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

গোলাপী নিয়মিত সাপ্তাহিক কিস্তি দেয়ার জন্য প্রতি সপ্তাহেই সমিতিতে যায় এবং দলীয় সভায় অংশগ্রহণ করে। হঠাৎ একদিন কর্মী দলীয় সভায় আলোচনা করে যে, আরডিএস থেকে সহজ শর্তে ২০,০০০/-টাকা দিয়ে ল্যাট্রিন তৈরী করে দিবে এবং ৩৮০/- টাকা সাপ্তাহিক কিস্তিতে ১৮ মাসে পরিশোধ করা যাবে। শুধু তাই নয় সাথে ৩,০০০/-টাকা প্রণোদনাও পাওয়া যাবে। গোলাপী খুশিতে রাজী হয়ে গেল এবং শুরু হলো ল্যাট্রিন তৈরীর কাজ।

গোলাপী যেমনটা আশা করেছিল তার চেয়েও অনেক বেশী সুন্দর হয়েছে তার ল্যাট্রিনটা। গোলাপীর চোখে-মুখে আজ সুখের হাসি, পুরণ হয়েছে তার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন, হয়েছে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন। সেই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে সামাজিক মর্যাদাও।

কেস স্টাডি

ভিক্ষুক ফুল মামুদ এখন আর ভিক্ষা করে না

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলাধীন মরিচপুরান ইউনিয়নের গোজাকুড় গ্রামে বাস করেন ফুল মামুদ। সহজ সরল একজন মানুষ তিনি। ফুল মামুদ আনসার বাহিনীতে চাকুরি করতেন, আবাদি জমি ছিল , হালের গরু ছিল এবং ছিল তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও ভালোভাবেই সংসার চলছিলো তার। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিবেশীর সাথে মামলায় জড়িয়ে পড়ে চলে যায় তার চাকরি। দীর্ঘদিন মামলার খরচ চালাতে গিয়ে বিক্রি করতে হয় সমস্ত সহায় সম্পত্তি। সহায় সম্বল সব হারিয়ে তার চলার কোন পথ থাকে না। বাঁচার তাগিদে সে বেছে নেয় ভিক্ষাবৃত্তি এবং ভিক্ষা করেই চলছিল তার সংসার। সকালে বের হয়, সারাদিন মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে চলে ভিক্ষা, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে, পরদিন আবার বের হয়। এভাবেই দুর্বিসহ ও মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকে ফুল মামুদ। ফুল মামুদ এমনিতেই বয়স্ক মানুষ, রোগে-শোকে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছে। সারাক্ষণ তার চিন্তা এভাবে আর কত দিনই বা চলবে তার সংসার ।

এরই মধ্যে সে খবর পেল আরডিএস সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে ভিক্ষুক পুনর্বাসন করবে, ভিক্ষুককে টাকা দিবে। শুনে পাগলের মতো ছুটে এলো আরডিএস অফিসে, বিস্তারিত জেনে শুনে আবেদন করলো ফুল মামুদ। আরডিএস সমৃদ্ধি কর্মসূচির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তদন্ত করে ভিক্ষুক ফুল মামুদকে পুণর্বাসনের জন্য নির্বাচিত করলেন এবং ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও আরডিএস এর কর্মকর্তাগণ ফুল মামুদের মতামতের ভিত্তিতে বাছুর সহ দু'টি দেশি জাতের গাভী কিনে দেয়া হয় এবং গোয়ালঘর তৈরী করেও দেয়া হয়। ফুলমামুদ গাভীর দুধ বিক্রি করে চলতে থাকে, এদিকে বাছুর দু'টিও বড় হয়। বাছুর বিক্রি করে জমি বন্ধক রাখে, ধানের আবাদ করে এদিকে ছেলে দু'টিও উপার্জনক্ষম হয়ে উঠে। ভিক্ষুক ফুল মামুদ এখন আর ভিক্ষা করে না। সে এখন আবার জমি আবাদ করছে, গাভী পালন করছে, ছেলেরাও উপার্জন করছে এবং ফিরে পেয়েছে আগের সেই সুখের দিন।

অডিট রিপোর্ট ২০২১-২২

RURAL DEVELOPMENT SANGSTHA (RDS)
Consolidated Statement of Financial Position
As at 30 June 2022

Properties and assets	Notes	General Fund and Projects Taka	Micro Credit Program Taka	IDCOL Solar Home System Taka	Total Taka 2021-22	Total Taka 2020-21
Non Current Assets:						
Property, plant & equipment	6.00	412,773	48,589,742	30,694,613	79,697,128	63,594,674
Total Non-current assets		412,773	48,589,742	30,694,613	79,697,128	63,594,674
Current assets:						
Inventories	7.00	-	-	859,225	859,225	859,225
Loan to Benefecires	8.00	-	1,086,353,607	-	1,086,353,607	694,303,941
Accounts Receivables	9.00	-	2,307,023	-	2,307,023	1,728,306
Advances, Deposits and Prepayments	10.00	200,000	1,485,639	3,895,510	5,581,149	9,029,448
Debt Service Reserve Account	11.00	-	-	52,466	52,466	52,466
Investment on FDR	12.00	-	52,490,508	3,380,265	55,870,773	42,081,241
Unsetteled Staff Advances	13.00	-	173,000	-	173,000	224,552
Staff loan	14.00	-	1,225,219	-	1,225,219	1,364,197
Project Security	15.00	153,285	-	1,998,507	2,151,792	1,750,000
Receivable from MC	16.00	-	-	-	-	-
Loan to MC / SHS / General Fund	17.00	1,399,890	-	-	1,399,890	2,100,000
Bill receivable	18.00	-	-	-	-	-
Cash & cash equivalents	19.00	1,452,128	88,412,304	152,021	90,016,453	88,230,234
Total Current assets		3,205,303	1,232,447,300	10,337,994	1,245,990,597	841,723,610
Total Property and Assets		3,618,076	1,281,037,042	41,032,607	1,325,687,725	905,318,284
Fund and liabilities:						
Capital fund	20.00	3,599,101	164,806,785	38,778,492	207,184,378	172,806,625
Statutory Reserve Fund	21.00	-	18,311,840	-	18,311,840	15,451,098
Total Capital Fund		3,599,101	183,118,625	38,778,492	225,496,218	188,257,723
Non-Current Liabilities:						
Loans from PKSF	22.00	-	181,933,315	-	181,933,315	128,574,982
Loans from BB Housing	23.00	-	2,257,815	-	2,257,815	1,530,000
Loan From Commercial Banks	24.00	-	107,004,203	-	107,004,203	11,534,266
Total Non Current Liabilities		-	291,195,333	-	291,195,333	141,639,248
Current Liabilities:						
Accumulated Depriciation	6.00	-	8,507,570	-	8,507,570	8,040,532
Loan From PKSF	22.00	-	174,316,663	-	174,316,663	141,424,995
Loan from Housing Fund	23.00	-	1,556,000	-	1,556,000	1,540,000
Loan From Commercial Banks-(current portion)	24.00	-	106,366,670	-	106,366,670	54,217,016
Advance from PKSF(Enrich program)	25.00	-	832,495	-	832,495	316,699
Other Loan -Short Term	26.00	-	42,752,241	1,399,890	44,152,131	32,859,612
Member Savings Deposits	27.00	-	359,875,115	-	359,875,115	259,532,900
Loan Loss Provision(LLP)	28.00	-	36,407,967	-	36,407,967	26,173,976
Insurance Fund	29.00	-	50,103,160	-	50,103,160	39,006,712
Gratuity Fund	30.00	-	16,281,286	-	16,281,286	9,863,421
Inactive Member Savings Fund	31.00	-	162,103	-	162,103	32,420
Advance from TX	32.00	-	3,346,500	-	3,346,500	776,272
Accounts Payable	33.00	-	-	835,250	835,250	835,250
Provision for expenses	34.00	18,975	6,215,314	18,975	6,253,264	801,508
Total Current Liabilities		18,975	806,723,084	2,254,115	808,996,174	575,421,313
Total Capital Fund and Liabilities		3,618,076	1,281,037,042	41,032,607	1,325,687,725	905,318,284

The accompanying notes 1 to 32 form an integral part of these financial statements.

Asst. Director(Finance)
Pallab Karmakar
Asst. Director (Finance)
Rural Development Sangstha (RDS)

Executive Director
(MD NOUR UDDIN)
Executive Director
RDS-Sherpur-2100

Chairman
Tarun Chakraborty
President
RDS, Sherpur-2100.

Subject to our separate report of even date.

Dated, Dhaka 30 OCT 2022

Khan Wahab Shafique Rahman & Co.
Chartered Accountants
Signed by: Md. Anisur Rahman FCA
Managing Partner
Enrolment No. 350
Firm's Registration: 11970 E.P.
DVC: 2210300350AS35378

KHAN WAHAB SHAFIQUE RAHMAN & CO. Chartered Accountants

4

RURAL DEVELOPMENT SANGSTHA (RDS)
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
for the year ended 30 June 2022

Particulars	Notes	General Fund and Projects Taka	Micro Credit Program Taka	IDCOL Solar Home System Taka	30/06/2022 Taka	30/06/2021 Taka
Income:						
Sales (TR/KABITA)			-	17,790,230	17,790,230	23,602,949
TR/KABITA Service Charge			-	-	-	-
Other Income					-	-
Fund received		692,399	-	-	692,399	8,319
Service Charge on Member Loan		-	181,707,729	-	181,707,729	135,006,009
Enrich program income		-	3,760,667	-	3,760,667	3,629,650
Admission /Membership Fees		-	204,710	-	204,710	102,130
Donation for revenue expenture from PKSF		-	300,000	-	300,000	288,000
Service Charge on Employee Loan		-	825	-	825	938
Interest on FDR		-	1,202,287	-	1,202,287	1,535,040
Sale On Pass Book etc.		-	258,350	-	258,350	148,570
Loan Processing Fee/Sale of Loan from		-	219,901	-	219,901	157,690
Bad Debt realized		-	2,100	-	2,100	-
Employee penalty		-	115,954	-	115,954	69,423
RBA Test		-	14,600	-	14,600	15,600
Health Service		-	-	-	-	8,730
Loan loss Provision adjustment		-	571,347	-	571,347	-
Office/Mess rent		-	982,056	-	982,056	866,552
Miscellaneous Income		119,020	434,776	-	553,796	3,190,377
Health Card		-	205,000	-	205,000	246,000
Donation Treasurer		-	-	-	-	44,710
Bank Interest		3,173	177,323	-	180,496	404,201
Member Fee		-	-	-	-	37,690
Project Income from Khamatayan		424,375	99,762	-	524,137	735,300
Bill Receivable		12,790,086	-	-	12,790,086	-
Interest on Loan		27,967	-	-	27,967	51,983
		14,057,020	**190,257,387**	**17,790,230**	**222,104,637**	**170,149,861**
Expenditure:						
Cost of Goods Sold		-	-	-	-	7,853,178
Administrative Expenses		-	-	8,382,751	8,382,751	7,346,316
Selling and Promotional Expenses		-	-	24,170	24,170	895,391
Financial Expenses		-	-	-	-	- -
Interest on Member Saving		-	15,223,145	-	15,223,145	9,531,715
Service charge on PKSF Loan		-	14,822,542	-	14,822,542	10,943,941
Service charge on Housing Loan		-	34,564	-	34,564	57,462
Electricity,Gas and Water Bill		-	940,346	-	940,346	704,519
Interest on others loan		-	1,916,913	-	1,916,913	2,156,872
Interest on bank loan		-	7,855,255	-	7,855,255	4,232,798
Salary and Allowance		1,656,755	68,645,539	1,283,551	71,585,845	61,408,488
Festival Bonus			8,609,969	-	8,609,969	4,884,880
Postage,tTelephone and Internet		-	2,056,389	-	2,056,389	1,680,409
Fuel Cost		75,942	1,348,712	-	1,424,654	1,371,075
Conveyance and Travelling		83,882	1,368,445	-	1,452,327	1,185,011
Newspaper and Periodicals		-	6,690	-	6.690	7,924
Legal Exp		-	510,696	-	510,696	222,880
Loan and loss provision(LLP)		-	10,805,338	-	10,805,338	6,993,870
Depreciation		116,613	1,476,556	-	1,593,169	1,571,239
Amortization			105,048	-	105,048	138,433
Rebate on Motorcycle loan		-	273,390	-	273,390	112,000
Advertiseement and Circulation		-	55,145	-	55,145	51,000
Automation charge		-	655,103	-	655,103	562,340
Gratuity		-	6,417,865	-	6,417,865	3,345,568
Contribution to Enrich prog.		-	298,726	-	298,726	847,783
Contribution to Other prog.		-	-	-	-	288,000
Health Service		-	10,097	-	10,097	123,114
Employee Recruitment		-	-	-	-	44,868
Enrich Prog. Exp		-	393,044	-	393,044	2,844,789
Provin Prog. Exp			3,467,385	-	3,467,385	784,861
ED ,CC,FM.AO Board member Honorarium		242,953	55,992	-	298,945	558,201
Printing and Stationary		7,863	2,127,728	-	2,135,591	1,876,906
Office rent and Dormatory		47,790	3,749,102	-	3,796,892	3,209,741
Entertainment		35,894	936,273	-	972,167	711,110
Training		5,195,424	763,172		5,958,596	1,471,093
Mobile Bill		16,800	-	-	16,800	3,600
Day Celebration		-	99,068	-	99,068	34,218
Meeting and Seminer		55,103	220,172		275,275	548,322

KHAN WAHAB SHAFIQUE RAHMAN & CO. Chartered Accountants

Relief & Rehaibation	-	1,800,592	-	1,800,592	295,102
Schoolarship	-	300,000	-	300,000	-
Audit Fee	19,200	220,821	-	240,021	114,209
Bank Charge	10,474	206,700	-	217,174	975,426
Project Prosal Cost	209,023	-	-	209,023	200,000
VAT and Tax	-	100,400	-	100,400	300,028
Rebate On service Charge	-	367,312	-	367,312	272,441
Repair & Maintenance	10,300	1,963,594	-	1,973,894	1,730,115
Miscellaneous Expense	127,100	1,051,424	-	1,178,524	405,084
Registration Fee	-	232,415	-	232,415	203,029
Formar Knowledge Sharing Platfrom	436,168	-	-	436,168	171,149
Linkage building work shop	-	-	-	-	421,975
Support to establish Seeds Bank	2,290,632	-	-	2,290,632	372,875
Support La service	-	-	-	-	381,933
Office/ Other Service	23,370	-	-	23,370	46,740
Project Office Service	63,482	158,100	-	221,582	96,446
RDS Office Service	10,260	-	-	10,260	20,520
Beneficary Advisory Comment Metting	40,022	-	-	40,022	69,165
Beneficary Servery	77,400	-	-	77,400	77,418
Regular Mentoring Support to SHGs	-	-	-	-	274,942
On going Mentoring of LA	1,876,863	-	-	1,876,863	56,914
On going Mentoring of CSO Leader	127,596	-	-	127,596	122,634
Final Evaluation	5,500		-	5,500	-
Groupe Revitilazation	164,757		-	164,757	-
Lesdership election	470,338	-	-	470,338	435,437
Mentoring Support to marginalised	342,413	-	-	342,413	288,080
Disseminare improve	-	-	-	-	474,853
Total Expenditure	13,839,917	161,649,767	9,690,472	185,180,156	148,410,430
Net surplus for the year	217,103	28,607,620	8,099,758	36,924,481	21,739,431
Total	14,057,020	190,257,387	17,790,230	222,104,637	170,149,861

The accompanying notes 1 to 32 form an integral part of these financial statements.

Asst. Director(Finance)
Pallab Karmakar
Asst. Director (Finance)
...l Development Sangstha (RDS)

Executive Director
(MD NOUR UDDIN)
Executive Director
RDS-Sherpur-2100

Chairman
Tarun Chakraborty
President
RDS, Sherpur-2100.

Subject to our separate report of even date.

Dated, Dhaka 30 OCT 2022

Khan Wahab Shafique Rahman & Co.
Chartered Accountants
Signed by: Md. Anisur Rahman FCA
Managing Partner
Enrolment No. 350
Firm's Registration: 11970 E.P.
DVC: 2210300350AS353783

KHAN WAHAB SHAFIQUE RAHMAN & CO. Chartered Accountants

RURAL DEVELPOMENT SANGSTHA (RDS)
Consolidated Statement of cash Flows
Statement of Cash Flows
For the Financial Year Ended 30 June 2022

Particulars	2021-2022				2020-2021
	General Fund & Project	Micro Credit	IDCOL Solar	Total	
A. Cash Flows from Operating Activities:					
Excess of Income Over Income or, Excess of Expenditure Over Income	217,103	28,607,620	8,099,758	36,924,481	28,392,274
Add: Amount Considered as Noncash Transactions:				-	-
Asset transfer from KHAMATAYAN	314,014	-	-	314,014	-
Loan Loss Provision (LLP)	-	10,233,991	-	10,233,991	6,993,870
Other Provision	-	-	225	225	(54,450)
Depreciation for the year	116,613	1,476,556	92,770	1,685,939	1,555,114
Others (Amortization)	-	105,048	-	105,048	138,433
Sub-Total Non-Cash Items	**647,730**	**40,423,215**	**8,192,753**	**49,263,698**	**37,025,241**
Loan Disbursement to Members	-	(392,049,666)	-	(392,049,666)	(92,387,274)
Loan Disbursement to Staff	-	101,978	-	101,978	(77,263)
Increase/(Decrease) Other Short term loan	-	-	(3,343,265)	(3,343,265)	5,828,000
Increase/(Decrease) Loan from PC/PO	-	-	-	-	-
Increase/(Decrease) in advance	(976,272)	(197,601)	3,845,900	2,672,027	(7,186,210)
Increase/(Decrease) in PKSF advance	-	3,862,296	-	3,862,296	316,699
Increase/(Decrease) in unsetteled advance	-	51,552	-	51,552	-
Increase/(Decrease) in Bill Receivable	-	(578,717)	-	(578,717)	1,757,109
Increase/(Decrease) in Accounts Receivable	-	-	(448,507)	(448,507)	723,357
Increase/(Decrease)Interest Receivable on MC	-	-	-	-	48,072
Increase/(Decrease) in Other Receivable	-	-	-	-	490,266
Increase/(Decrease) Project Security	46,715	-	-	46,715	(1,650,000)
Increase/(Decrease)Accounts Payeble	-	-	-	-	(244,260)
Increase/(Decrease) Debt Service Reserve Accounts	-	-	-	-	-
Increase/(Decrease) in Provision for Expences	225	5,451,306	-	5,451,531	(1,334,965)
Net Cash Generated from/(used in) Operating Activities	**(281,602)**	**(342,935,637)**	**8,246,881**	**(334,970,358)**	**(56,691,228)**
B. Cash Flows from Investing Activities:					
Acquisition of Propety, Plant and Edquipment	(5,140)	(9,484,393)	(7,936,870)	(17,426,403)	(9,137,427)
Investment in FDR	-	(10,409,267)	-	(10,409,267)	(2,576,991)
Net Cash Generated from/(used in) Investing Activities	**(5,140)**	**(19,893,660)**	**(7,936,870)**	**(27,835,670)**	**(11,714,418)**
C. Cash Flows from Financing Activities:					
Loan from PKSF	-	86,250,001	-	86,250,001	64,041,661
Loan from BB Housing	-	743,815	-	743,815	(1,526,000)
Loan from Commercial Bank	-	147,619,591	-	147,619,591	27,417,948
Loan from IDCOL	-	-	-	-	-
Loan from other Fund	700,110	11,992,629	-	12,692,739	(2,138,745)
Member Savings	-	100,342,215	-	100,342,215	2,865,551
Gratuity fund	-	6,417,865	-	6,417,865	2,798,692
Inactive Member Savings	-	129,683	-	129,683	32,420
Loan From VGD Project	-	-	(700,000)	(700,000)	
Loan From General Fund	-	-	(110)	(110)	
Insurance fund	-	11,096,448	-	11,096,448	6,559,923
Net Cash Generated from/(used in) Financing Activities	**700,110**	**364,592,247**	**(700,110)**	**364,592,247**	**100,051,450**
D. Net Increase/Decrease in Cash & Bank Balance (A+B+C)	**413,368**	**1,762,950**	**(390,099)**	**1,786,219**	**31,645,804**
Add: Cash and Bank Balance at the beginning of the year	1,038,760	86,649,354	542,120	88,230,234	56,584,430
Cash and Bank Balance at the end of the year	**1,452,128**	**88,412,304**	**152,021**	**90,016,453**	**88,230,234**

Pallab Karmakar
Asst. Director (Finance)
Rural Development Sangstha (RDS)

(MD NOUR UDDIN)
Executive Director
RDS-Sherpur-2100

KHAN WAHAB SHAFIQUE RAHMAN & CO.
Chartered Accountants

Tarun Chakraborty
President
RDS, Sherpur-2100.

আরডিএস ফটো গ্যালারি

আরডিএস হেড অফিসে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন

আরডিএস এর জাতীয় শোক দিবস পালন

আরডিএস এর শেখ রাসেল দিবস পালন

জাতীয় শিশু দিবস এ আরডিএস এর শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শহিদ দিবসে আরডিএস পরিবারের শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান বিজয় দিবসে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধাঞ্জলি

আরডিএস এর দোয়া ও ইফতার মাহফিল

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বিষয়ে শেরপুর জেলা সমন্বয় কমিটির সভায় আরডিএস

আরডিএস ফটো গ্যালারি

আরডিএস এর আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

আরডিএস এর শিক্ষা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান

আরডিএস হেড অফিসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

আরডিএস এর নতুন শাখা উদ্বোধন

জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে আরডিএস এর র‍্যালি

আরডিএস এর শিশু ও যুবদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

আরডিএস এর জীবনদক্ষতা ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষন কর্মসূচি

আরডিএস এর স্যানিটেশনে দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষন